বিসমিল্লাহির রহ-মা-নির রহীম

পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (শুরু)।

# কামিল (স্নাতকোত্তর)
# তাফসীর ১ম পর্ব

# আত তাফসির বিদ দিরায়াহ-১

## ১ম পত্র

## বিষয় কোড: ৬২১১০১

- **নির্ধারিত গ্রন্থ:** তাফসির কাশশাফ

**(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: جار الله الزمخشري)**

- **নির্ধারিত পাঠ:** সূরা ফাতিহা ও বাকারাহ্

## ▪ মানবন্টন

- ক) তাফসিরসহ অনুবাদ ৮টি থাকবে ৫টির উত্তর দিতে হবে: ৫×৮=৪০
- খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৫টি থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে: ১০×৫=৫০
- গ) বিস্তারিত প্রশ্ন (প্রশ্ন হবে কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট) ২টি থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১০=১০

## ▪ সাজেশন:

- **ক. অনুবাদ:** কাশশাফ -এর আলোকে সুরা ফাতিহার তাফসীর
  - সূরা ফাতিহা ১-৭
  - সূরা ফাতিহার সাহিত্যশৈলী (বালাগাত) ও ব্যাকরণ বিশ্লেষণ (তাফসীরে কাশশাফ অনুসারে)
  - তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী সূরা ফাতিহা: ১০টি প্রশ্ন ও উত্তর
- **খ. অনুবাদ:** তাফসীরে কাশশাফ -এর আলোকে সুরা বাকারার সংক্ষিপ্ত তাফসীর
  - সূরা আল-বাকারাহর আয়াত ১-৫ অনুযায়ী প্রশ্ন ১ থেকে ৫-এর উত্তর
  - সূরা আল-বাক্বারার আয়াত ৬-১০ অনুযায়ী প্রশ্ন ৬ থেকে ১০-এর উত্তর
  - সূরা আল-বাকারা'র আয়াত ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত তাফসীরে আল-কাশশাফ-এর আলোকে আরবি ইবারতসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা।
  - সূরা আল-বাকারা'র আয়াত ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত অংশ নিয়ে আমরা প্রশ্ন ১৬–২০ আলোচনা
  - সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ২১–২৫ অবলম্বনে কাশশাফের ব্যাখ্যার আলোকে প্রশ্ন ২১–২৫ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।
  - সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত তাফসীরে আল-কাশশাফ-এর আলোকে বিশ্লেষণ। এই অংশে আল্লাহর উদাহরণ প্রদানের পদ্ধতি, কাফিরদের জবাব, এবং আদম (আঃ)-এর খলিফা নিযুক্ত হওয়া উল্লেখযোগ্য।
  - সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৩০–৩৯ পর্যন্ত অংশে আলোচিত আদম (আঃ) এর খিলাফত, শিক্ষা, ইবলিসের অহংকার, সিজদা, এবং পৃথিবীতে প্রেরণ বিষয়টি তাফসীরে কাশশাফ-এর আলোকে ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ।
  - সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৩৬–৩৯ নিয়ে আলোচনা যেখানে রয়েছে ইবলিসের ধোঁকা, আদম ও হাওয়ার জান্নাত থেকে বহিষ্কার, পৃথিবীতে আগমন, এবং আল্লাহর হেদায়াতের প্রতিশ্রুতি।

- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৪০ থেকে ৪৫ পর্যন্ত অংশে বানী ইসরাইলের ইতিহাস, তাদের অবাধ্যতা, মুসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী, মান্না-সালওয়া ও গরুর কাহিনী আলোচনা
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৪৬ থেকে ৫০ পর্যন্ত আলোচনা : বানী ইসরাইলের আরও কিছু ইতিহাস, মুসা (আঃ)-এর ঘটনা, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এবং তাদের শিরক ও অবাধ্যতার প্রতি নিন্দা।
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৫১ থেকে ৫৫ পর্যন্ত আলোচনা । এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা, আল্লাহর অনুগ্রহ, মান্না ও সালওয়া, গরু কাহিনী এবং আরও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে।
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৫৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত আলোচনা । এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু অবাধ্যতা, আল্লাহর দয়া এবং সাহায্য, এবং মান্না ও সালওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৬১ থেকে ৬৫ পর্যন্ত আলোচনা । এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু পরীক্ষার কথা, তাদের দুর্বলতা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৬৬ থেকে ৭০ পর্যন্ত আলোচনা । এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু অবাধ্যতা, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৭১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু অসাবধানতা, তাদের উপর আল্লাহর পরীক্ষার ফল, এবং আল্লাহর দয়া ও নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতার পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৭৬ থেকে ৮০ পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু অবাধ্যতা, তাদের খারাপ আচরণ এবং আল্লাহর প্রতি তাদের বিদ্বেষ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৮১ থেকে ৮৫ পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের বিরুদ্ধে আল্লাহর নির্দেশনার অবজ্ঞা, তাদের ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ, এবং আল্লাহর প্রতি তাদের অবিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে।

- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৮৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু দোষ, তাদের অবাধ্যতা, আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা এবং তাদের শাস্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ৯১-৯৫ নিয়ে আলোচনা করছি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা, তাদের ঈমানের অভাব, এবং তাদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা রয়েছে।
- এইভাবে, সূরা আল-বাক্বারাহ আয়াত ১০১-১২০-এ বানী ইসরাইলের কিপট এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি, তাদের সৃষ্ট ঐশ্বরিক নির্দেশনার প্রতি অবাধ্যতা, এবং মুসলমানদের জন্য দিকনির্দেশনা রয়েছে।
- **সূরা বাকারাহ – তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী ২০টি প্রশ্ন:**

▪ **গ. বিস্তারিত প্রশ্ন:** কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়

- আল্লামা আবু আল-কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর আল-যামাখশারী (রহ.)- জীবনী
- আল-কাশশাফ তাফসির গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, রচয়িতার মানহাজ (ব্যাখ্যা-পদ্ধতি), এবং তাফসির শাস্ত্রে এর অবস্থান

## 🌟 সূরা ফাতিহার সাহিত্যশৈলী (বালাগাত) ও ব্যাকরণ বিশ্লেষণ (তাফসীরে কাশশাফ অনুসারে)

### ১. "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ" – ইজম (اسم) দিয়ে শুরু

- এখানে **ক্রিয়া না দিয়ে ইসম** (নাম/বিশেষ্য) দিয়ে শুরু করা হয়েছে—যাতে স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা বোঝানো হয়।
- "ال" (আলিফ-লাম) এখানে **ইসতিগরাক** (সর্বব্যাপীতা) বোঝায়, অর্থাৎ **সব ধরনের প্রশংসা** কেবল আল্লাহর জন্য।
- এটা এক ধরনের **"قصر"** (একচেটিয়া করা)।
  ➤ শুধুই আল্লাহর জন্য—কাউকে অংশীদার করা চলবে না।

## ২. "رَبِّ الْعَالَمِينَ" – ইজাফার গঠন ও গভীর অর্থ

- "রব্ব" ও "আল-আলামীনের" মধ্যে ইজাফা হয়েছে।
- এখানে "رَبّ" অর্থ **প্রতিপালক, পরিপূর্ণভাবে দেখাশোনা করা সত্তা**।
- "الْعَالَمِينَ" মানে **সব সৃষ্টির জগৎ**—মানুষ, জান্নাত, জিন, ফেরেশতা—সব।
- এ ধরনের গঠন (ইজাফা) দয়াময় প্রতিপালকের সর্বব্যাপী শাসন ও দয়া বুঝায়।

## ৩. "الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" – শব্দদ্বয়ের অলঙ্কার

- দুটি শব্দ একই মূল (ر-ح-م) থেকে এসেছে, কিন্তু আলাদা রূপে ব্যবহৃত:
  - **الرَّحْمٰن**– দয়ার ব্যাপকতা (দুনিয়াতে সবাইকে দয়া করা),
  - **الرَّحِيم**– দয়ার স্থায়িত্ব (আখিরাতে মুমিনদের প্রতি)।
- এই ব্যবহার একধরনের **تَطْبِيق (Tibaq)** অলঙ্কার—বিপরীত অর্থে মিল রেখে রূপ ব্যবহার।

## ৪. "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" – তাকদীম ও বালাগাত

- এখানে **"ইয়্যাকা"** (শুধু তোমাকেই) শব্দটি প্রথমে আনা হয়েছে, যা **তাকদীম** (অগ্রগতি) নামে পরিচিত।
- এর ফলে তৈরি হয়েছে **"قصر" (একচেটিয়া কোরে বলা)**।
  ➤ ইবাদত ও সাহায্য শুধু আল্লাহর জন্য—কাউকে নয়।
- এই বাক্যে রয়েছে তাওহীদের সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী ভাষায় ঘোষণা।

## ৫. সিরাতুল মুস্তাকিম – সুগঠিত রূপ

- "السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" — এখানে 'সিরাত' শব্দটি **বিশেষ্য (ism)**, আর 'মুস্তাকিম' একটি বিশেষণ (صفة)।
- আরবি ব্যাকরণ অনুসারে এটি একটি **তাওয়াবুক (مطابقة)** তৈরি করেছে।
- তাফসীরে কাশশাফ এই শব্দটির বেছে নেয়ার পেছনে বলে:
  ➤ এটি সরল, বাঁকহীন, আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছানোর নিশ্চিত পথ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

## ৬. "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" – বর্জনমূলক ভাষা

- এখানে ব্যবহার করা হয়েছে **نفي (অস্বীকৃতি)**।
- **"غَيْرِ"** এবং **"وَلَا"** — দুটো বর্জনমূলক শব্দ।
- এই বাক্যরচনার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে:

- আমরা তাদের পথ চাই না যাদের ওপর গজব হয়েছে বা যারা পথভ্রষ্ট।

এটি একধরনের **مقابلة (মোকাবালা)** অলঙ্কার — একের বিপরীতে অন্যকে দাঁড় করানো।

## 🎯 সারসংক্ষেপে সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:

| বৈশিষ্ট্য | ব্যাখ্যা |
|---|---|
| **ইজম দিয়ে শুরু** | সুরার বক্তব্যকে চিরস্থায়ী ও ব্যাপক করেছে |
| **ইজাফা** | মালিকানা ও গভীর সম্পর্ক প্রকাশ |
| **তাকদীম** | গুরুত্ব বাড়িয়ে একচেটিয়া দাবি তুলে ধরা |
| **তিবাক ও মোকাবালা** | শব্দ ও অর্থে সৌন্দর্য বৃদ্ধি |
| **নফি ও ইসতিসনা** | নিষেধ ও বাছাই করে সঠিক পথ নির্ধারণ |

# কাশশাফ এর আলোকে সুরা ফাতিহার তাফসীর

## الفاتحة Al-Faatiha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।

২. যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।

৩. যিনি বিচার দিবসের মালিক।

৪. আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫. তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!

৬. এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।

৭. তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন!-তুমি কবুল কর!)

## 📖 সূরা ফাতিহা – তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী বিস্তারিত ব্যাখ্যা

### 1. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ  আরবি ব্যাখ্যা:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ" عبارة عن جملة ابتدائية تفتتح بها السور، وهي مستحبة في كل أمر ذي بال، وقد اختلف في كونها آية من السورة أم لا، فذهب جمهور القراء إلى أنها ليست آية، وذهب الشافعي إلى أنها آية من السورة، ولذلك يجهر بها في الصلاة"

**বাংলা ব্যাখ্যা:** "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ" একটি প্রারম্ভিক বাক্যাংশ যা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে শুরুতে উচ্চারিত হয়। এটি সূরার অংশ হিসেবে গণ্য কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; অধিকাংশ পাঠকগণ এটিকে সূরার অংশ মনে করেন না, তবে ইমাম শাফি এটিকে সূরার অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাই নামাজে এটি উচ্চারণ করা হয়

### 2. الْـحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**আরবি ব্যাখ্যা:**

"الْـحَمْدُ" هو الثناء على الله تعالى بما هو أهله، و"رَبِّ" بمعنى المالك والمدبر، و"الْعَالَمِينَ" جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى من المخلوقات-

**বাংলা ব্যাখ্যা:** □"الْـحَمْدُ" আল্লাহর প্রশংসা, যা তাঁর গুণাবলীর জন্য উপযুক্ত; "رَبِّ" মালিক ও পরিচালকের অর্থে, এবং "الْعَالَمِينَ" বিশ্বের সৃষ্টির সমষ্টি, যা আল্লাহ ছাড়া সব কিছু□□

### 3. الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

**আরবি ব্যাখ্যা:** □" الرَّحْمَـٰنِ" اسم مبالغة يدل على الرحمة العامة لجميع المخلوقات، و"الرَّحِيمِ" يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين□□

**বাংলা ব্যাখ্যা:** □"الرَّحْمَـٰنِ" একটি বিশেষণ যা সমস্ত সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর সার্বজনীন দয়া প্রকাশ করে, এবং "الرَّحِيمِ" বিশেষভাবে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর দয়া বোঝায়□□

### 4. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

**আরবি ব্যাখ্যা:** □"مَالِكِ" بمعنى المالك المتصرف، و"يَوْمِ" ظرف زمان، و"الدِّينِ" الجزاء، أي يوم الجزاء"□□

**বাংলা ব্যাখ্যা:** □"مَالِكِ" মালিক ও নিয়ন্ত্রকের অর্থে, "يَوْمِ" সময়ের একটি বিশেষণ, এবং "الدِّينِ" প্রতিদান বা বিচার দিবসের অর্থে, অর্থাৎ বিচার দিবসে আল্লাহর একক কর্তৃত্ব

### 5. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

**আরবি ব্যাখ্যা:** "إِيَّاكَ" حرف تأكيد، و"نَعْبُدُ" فعل مضارع، و"نَسْتَعِينُ" فعل مضارع، والمعنى: لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك

**বাংলা ব্যাখ্যা:** "إِيَّاكَ" একটি জোরালো শব্দ, "نَعْبُدُ" বর্তমান কাল ক্রিয়া, এবং "نَسْتَعِينُ" বর্তমান কাল ক্রিয়া, এর অর্থ: আমরা শুধুমাত্র তোমাকেই ইবাদত করি, এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য চাই

### 6. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

**আরবি ব্যাখ্যা:** "اهْدِنَا" فعل أمر، و"الصِّرَاطَ" اسم، و"الْمُسْتَقِيمَ" صفة، والمعنى: دلنا إلى الطريق المستقيم

**বাংলা ব্যাখ্যা:** "اهْدِنَا" একটি আদেশমূলক ক্রিয়া, "الصِّرَاطَ" একটি বিশেষ্য, এবং "الْمُسْتَقِيمَ" একটি বিশেষণ, এর অর্থ: আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো

### 7. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

**আরবি ব্যাখ্যা:** "صِرَاطَ" بدل من "الصِّرَاطَ"، و"الَّذِينَ" اسم موصول، و"أَنْعَمْتَ" فعل ماض، و"عَلَيْهِمْ" جار ومجرور، و"غَيْرِ" حرف استثناء، و"الْمَغْضُوبِ" اسم مفعول، و"وَلَا" حرف استثناء، و"الضَّالِّينَ" اسم مفعول، والمعنى: طريق الذين أنعمت عليهم، وليس طريق الذين غضبت عليهم، ولا طريق الضالين

**বাংলা ব্যাখ্যা:** "صِرَاطَ" "الصِّرَاطَ" এর পরিবর্তে, "الَّذِينَ" সম্পর্কবাচক বিশেষ্য, "أَنْعَمْتَ" অতীত কাল ক্রিয়া, "عَلَيْهِمْ" পূর্ববর্তী

## 📘 তাফসীরে কাশ্শাফ অনুযায়ী সূরা ফাতিহা: ১০টি প্রশ্ন ও উত্তর

### ১. সুরা ফাতিহার অপর নাম কী এবং এর তাৎপর্য কী?

**উত্তর:** সুরা ফাতিহার অপর নামসমূহ হলো:

- **আল-ফাতিহা** (সূচনা),
- **উম্মুল কিতাব** (গ্রন্থের জননী),
- **আস-সাব'আতুল মাসানী** (পুনঃপাঠিত সাত আয়াত),
- **আশ-শিফা** (আরোগ্য),
- **আল-হামদ** (প্রশংসা)।

তাফসীরে কাশ্শাফ অনুসারে, এটি পূর্ণ কুরআনের মূলভাবকে ধারণ করে—আকীদা, ইবাদত, পথপ্রদর্শন, এবং দোয়া—সব কিছু এতে একত্রিত হয়েছে।

## ২. “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” – এ আয়াতে আল্লাহর কোন গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে?

**উত্তর:** তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী,

- **"রাহমান"** বোঝায় এমন দয়ালু সত্তা যিনি সকল সৃষ্টির ওপর দয়া করেন।
- **"রাহিম"** নির্দেশ করে কিয়ামতের দিনে তাঁর বিশেষ দয়ার প্রতি, যা কেবল মু'মিনদের জন্য বরাদ্দ।

এটি আল্লাহর দয়া ও করুণা সর্বব্যাপী ও চিরন্তন—এই সত্যকে প্রতিফলিত করে।

## ৩. “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন” - এ আয়াতে কী বোঝানো হয়েছে?

**উত্তর:** এই আয়াত আল্লাহর প্রতি সর্বপ্রশংসা নিবেদন।

- **“রব্ব”** মানে প্রতিপালক, যিনি সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দেন, ও পরিপূর্ণতা দান করেন।
- **“আল-আলামীন”** মানে সব জগত—মানব, জিন, ফেরেশতা, পশু-পাখি, ও অদৃশ্য জগতও অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীরে কাশশাফ এই আয়াতকে তাওহীদের ভিত্তি বলে অভিহিত করেছে।

## ৪. “আর-রাহমানির রাহিম” পুনরায় কেন এসেছে?

**উত্তর:** তাফসীরে কাশশাফের মতে, এই আয়াতটি আল্লাহর দয়ার বৈশিষ্ট্য পুনর্ব্যক্ত করে যেন পাঠক জানে—আল্লাহ কেবল শাসকই নন, দয়ালুও বটে।

- এটি পূর্বে প্রেরণকৃত “রব্বিল আলামিন” এর শাসকত্বকে মোলায়েম করে তোলে।

## ৫. “মালিকি ইয়াওমিদ্দিন” এর তাৎপর্য কী?

**উত্তর:**

- **"মালিক"** মানে মালিক বা অধিপতি,
- **"ইয়াওমিদ্দিন"** মানে প্রতিদান দিবস বা কিয়ামতের দিন।

তাফসীরে কাশশাফ বলেছে, আল্লাহ সেদিন একচ্ছত্র শাসক হবেন, যেখানে অন্য কোনো ক্ষমতা থাকবে না। এটি ভয় ও অনুগত্য সৃষ্টি করে।

## ৬. “ইয়্যাকা নাঅবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন” – কেন "ইয়্যাকা" (শুধু তোমাকেই) বলে শুরু করা হয়েছে?

**উত্তর:** "ইয়্যাকা" শব্দটি বাক্যরচনায় আগে আনা হয়েছে গুরুত্ব বোঝাতে।
তাফসীরে কাশশাফ বলেছে:
এখানে **ইখলাস** (নিখাদ বিশ্বাস) এর স্পষ্টতা রয়েছে—ইবাদতও শুধু আল্লাহর, সাহায্যও শুধু তাঁর কাছেই চাওয়া হয়। **এটি তাওহীদের দৃঢ় ঘোষণা।**

**৭. "ইহ্‌দিনাস্-সিরাতাল মুস্তাকিম" - এখানে কী প্রার্থনা করা হচ্ছে?**

**উত্তর:** তাফসীরে কাশশাফ মতে, এটি একটি চলমান দোয়া। "হেদায়াত" মানে সঠিক পথ দেখানো,

- "সিরাতাল মুস্তাকিম" হলো এমন পথ যা সোজা, একমাত্র সফলতার পথ, যা নবী-রাসূলগণ অনুসরণ করেছেন। **এটি আল্লাহর নিকট একান্ত প্রার্থনা।**

**৮. "সিরাতাল্লাজিনা আন'আমতা আলাইহিম" - এরা কারা?**

**উত্তর:** তাফসীরে কাশশাফ বলেছে, এরা হলো: নবীগণ, সিদ্দিকগণ (সত্যবাদী), শহীদগণ, সৎকর্মশীলরা। (সূরা নিসা, আয়াত: ৬৯ অনুসারে)।

**৯. "গইরিল মাগদুবি আলাইহিম" – কারা এই মাগদুব বা আল্লাহর রোষানলে পড়েছে?**

**উত্তর:** তাফসীরে কাশশাফ মতে,

- এরা হলো ইহুদিরা, যাদের ওপর আল্লাহর জ্ঞান ছিল, কিন্তু তারা তা গোপন করে ও বিকৃত করে। তাদের ওপর আল্লাহর গজব হয়েছে।

**১০. "ওয়ালাদ্দল্লিন" – এরা কারা?**

**উত্তর:** তাফসীরে কাশশাফ অনুসারে, এরা হলো খ্রিস্টানরা,
যারা সঠিক পথ খুঁজতে গিয়ে গোমরাহি (ভ্রষ্টতা) বেছে নেয়। তারা জ্ঞান ছাড়াই অন্ধভাবে পথ অনুসরণ করে।

## ▪ তাফসীরে কাশশাফ এর আলোকে সুরা বাকারার সংক্ষিপ্ত তাফসীর

সূরা আল-বাকারাহর **আয়াত ১-৫** পর্যন্ত অংশের ওপর ভিত্তি করে **তাফসীরে কাশশাফ** অনুযায়ী প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হলো—**আরবি ইবারত সহ বাংলা ব্যাখ্যা।**

**الم (١) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الْمُفْلِحُونَ (٤) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(٥)**

১. আলিফ লাম মীম (এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ সর্বাধিক অবগত)।

২. এই কিতাব, যাতে কোনই সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক।

৩. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

৪. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ঐসব বিষয়ে, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি নাযিল হয়েছিল। আর যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে।

৫. এরাই হ'ল তাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই হ'ল সফলকাম।

## 🟢 আয়াত ১: "الٓمٓ"

❓ **প্রশ্ন ১: কুরআনের শুরুতেই হারূফে মুকাত্তা'আত কেন এসেছে? এগুলোর ব্যাকরণিক গুরুত্ব কী?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** "هذه الحروف المقطعة من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه."

✅ **উত্তর:**

- এটি **মুতাশাবিহ** আয়াতের অন্তর্গত, যার প্রকৃত অর্থ **আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না**।
- কাশশাফ বলেন, এগুলো **আল্লাহর গোপন রহস্য**, যা মানুষকে ঈমান ও চিন্তায় পরীক্ষা করার উপায়।
- ব্যাকরণগতভাবে এগুলো সাধারণ **হরফ** (বর্ণ) হলেও, এখানে ব্যবহৃত হয়েছে **আশ্চর্য সৃষ্টি, অলৌকিকতা প্রমাণ** ও **আরবদের চ্যালেঞ্জ** জানাতে।

---

## 🟢 আয়াত ২: "ذَٰلِكَ الْكِتَابُ"

❓ **প্রশ্ন ২: কেন 'ذَٰلِكَ' ব্যবহার করা হয়েছে 'هَٰذَا' নয়?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** "وإنما أُشير إليه بلفظ البعيد لعلو مكانته وبعد منزلته في الشرف."

✅ **উত্তর:**

- 'ذَٰلِكَ' সাধারণত দূরের বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে কুরআন তো সামনে, তবু দূরের ইঙ্গিত কেন?
- কাশশাফ বলেন:
  - 👉 এটা **ভাষাগত অলংকার**—যাকে বলে **التعظيم**(মহত্ব প্রকাশ)।
  - 👉 উদ্দেশ্য: **কুরআনের মর্যাদা ও উচ্চতা** বোঝানো।
- এটি বোঝায়: "এই নয়, ঐ মহাগ্রন্থ – যার মর্যাদা অনন্য।"

---

## 🟢 আয়াত ২: "لَا رَيْبَ فِيهِ"

❓ **প্রশ্ন ৩: এখানে 'لَا' কি 'نَافِيَة لِلْجِنْس'? এর ভাষাগত ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য কী?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** " لا ريب فيه: نفيٌ مؤكدٌ، و(لا) نافية للجنس، أي لا يوجد فيه نوع من أنواع الشك."

✅ **উত্তর:**

- 'لَا' এখানে **না-নাফিয়া লিল-জিনস (لا نافية للجنس)**—এর মাধ্যমে জেনারেল **সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি** বোঝানো হয়।

- অর্থ: **"এ গ্রন্থে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই"**—না আংশিক, না সামান্য।
- কাশশাফ বলেন, এটি কুরআনের **অবিনশ্বর সত্য ও প্রমাণযোগ্যতা**র পূর্ণ ঘোষণা।

---

🟢 **আয়াত ২: "هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ"**

❓ **প্রশ্ন ৪: কেন বলা হয়নি "هُدًى لِّلنَّاسِ"? হেদায়াত কেন শুধু মুত্তাকীদের জন্য?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** " وهدى للمتقين: لأن المتقين هم المنتفعون بهداه، لا غيرهم، فالقرآن هدى عام، ولكن المتقين وحدهم الذين يهتدون به."

✅ **উত্তর:**

- কুরআন মূলত **সকলের জন্য হেদায়াত**, কিন্তু বাস্তবে **শুধু মুত্তাকীরা**-ই তা গ্রহণ করে।
- কাশশাফের ভাষায়:
  - "হেদায়াত" আছে সবার জন্য,
  - কিন্তু **উপকার পায়** শুধু যাদের অন্তর প্রস্তুত – মুত্তাকীরা।
- **উদাহরণ:** বৃষ্টি সবার জন্য পড়ে, কিন্তু চাষযোগ্য জমিতেই ফসল হয়।

---

🟢 **আয়াত ৩: "يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ"**

❓ **প্রশ্ন ৫: এখানে 'غَيْب' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? কেন ঈমানের শুরু গায়েব দিয়ে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** " الغيب: ما غاب عن العقول والحواس من أمور الإيمان، كالملائكة، والبعث، والجنة، والنار."

✅ **উত্তর:**

- 'غَيْب' বলতে বোঝানো হয়েছে:
  - **ফেরেশতা, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত ইত্যাদি**—যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাইরে।
- কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন:
  - ঈমান মানে হচ্ছে **অদেখা সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস**।
  - তাই মুত্তাকীদের প্রথম গুণ: তারা **অদৃশ্য জগতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে**।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল:**

| প্রশ্ন # | আয়াত | মূল বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ | হারূফে মুকাত্তা'আত | রহস্য, অলৌকিকতা, চ্যালেঞ্জ |
| ২ | ২ | "ذَٰلِكَ" | মর্যাদা ও উচ্চতা বোঝাতে |
| ৩ | ২ | "لَا رَيْبَ" | 'না-নাফিয়া লিল-জিনস', পূর্ণ অস্বীকৃতি |
| ৪ | ২ | "هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" | কুরআন সবার জন্য, গ্রহণ করে মুত্তাকীরা |
| ৫ | ৩ | "بِالْغَيْبِ" | গায়েব মানে অদৃশ্য সত্য, ঈমানের মূল |

- **সূরা আল-বাক্বারার আয়াত ৬-১০ অনুযায়ী প্রশ্ন ৬ থেকে ১০-এর উত্তর করবো ইনশাআল্লাহ,**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)

৬. নিশ্চয় যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদেরকে তুমি সতর্ক কর বা না কর উভয়টিই সমান; ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

৭. আল্লাহ ওদের হৃদয়ে ও কর্ণে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং ওদের চক্ষুসমূহের উপর রয়েছে আবরণ। আর ওদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৮. লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও বিচার দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়।

৯. তারা আল্লাহ ও ঈমানদারগণের সাথে প্রতারণা করে। অথচ এর মাধ্যমে তারা কেবল নিজেদের সাথেই প্রতারণা করে। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনা।

১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি তাদের মিথ্যাচারের কারণে।

- **কাশশাফের আরবি ইবারত ও গভীর বিশ্লেষণসহ।**

🟦 **আয়াত ৬: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ"**

## ❓ প্রশ্ন ৬: "سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ" – এই বাক্যটি কীভাবে নবীর দায়িত্ব নির্ধারণ করে?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"المعنى: استوى عندهم إنذارك وعدمه، فلا ترجُ إيمانهم، فقد ختم الله على قلوبهم".

✅ **উত্তর:**

- 'سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ' মানে: **তোমার সতর্ক করা আর না করা তাদের জন্য সমান।**
- কাশশাফ বলেন:
  - এর মাধ্যমে **নবীর দাওয়াতি দায়িত্বের সীমা বোঝানো হয়েছে।**
  - নবী তাঁর কাজ করবেন, কিন্তু যারা ইচ্ছা করে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের উপর এই সতর্কবাণী প্রভাব ফেলবে না।
- **শিক্ষা:** হেদায়াত কারও হাতে নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছায় নির্ধারিত।

🟦 **আয়াত ৭: "خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ"**

## ❓ প্রশ্ন ৭: 'خَتَمَ' (মোহার) এর প্রক্রিয়া কি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি না পরিণতি?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** "ختم الله: أي طبع بسبب عنادهم وتكذيبهم المتواصل، فهو جزاء وليس ابتداءً."

✅ **উত্তর:** কাশশাফ স্পষ্টভাবে বলেন:

👉 **মোহর মারা শাস্তি নয়, বরং তাদের কুফর ও অবাধ্যতার পরিণতি।**

- অর্থাৎ, যখন তারা জেনে বুঝে সত্য অস্বীকার করে, তখন **আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর দেন**—তারা আর হেদায়াত গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।
- **গভীর শিক্ষা:** ঈমান হারানো কখনো হঠাৎ হয় না—এটি চর্চিত কুফরের ফলাফল।

🟦 আয়াত ৭: "غِشَاوَةٌ"

## ❓ প্রশ্ন ৮: এই শব্দের ব্যতিক্রমধর্মী অলংকার কী? কীভাবে অন্তরের অন্ধত্ব বোঝানো হয়েছে?

📜 কাশশাফের আরবি ইবারত:

"الغشاوة: غطاء على البصر يمنعه من الرؤية، وهو مثل للجهل المركب والصد عن الحق".

✅ উত্তর:

- 'غِشَاوَةٌ' মানে হলো: **চোখের উপর পর্দা/আবরণ**।
- কাশশাফ বলেন: এটি একটি **রূপক (مجاز)** ভাষা, যার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে: তারা সত্য দেখতে পায় না কারণ তাদের চোখে অজ্ঞতার ও অবিশ্বাসের পর্দা পড়েছে।
- **শিক্ষা**: শুধু দৃষ্টিশক্তি থাকলেই চলবে না, চাই **চেতন মন ও খোলা হৃদয়**।

🟦 আয়াত ৮: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ"

## ❓ প্রশ্ন ৯: মুনাফিকরা নিজেদেরকে 'সংস্কারক' বলছে কেন? কাশশাফ কী ব্যাখ্যা দেয়?

(প্রশ্নটি প্রশ্ন ১১ হিসাবে ছিল, তাই এখানে প্রশ্ন ৯ হিসেবে নিচেরটিতে উত্তর দিচ্ছি)

কাশশাফের আরবি ইবারত:

"هم يظهرون الإسلام خوفاً وطمعاً، ويبطنون الكفر، ظناً أن ذلك إصلاح لهم".

✅ উত্তর:

- তারা ইসলামের কথা বলে, **ভয় ও লাভের আশায়**, কিন্তু অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখে।
- কাশশাফ বলেন:
  - তারা মনে করতো, এভাবে দুই দিক রক্ষা করাই বুদ্ধিমত্তা, কিন্তু **আসলে তারা ধোঁকাবাজ ও ফাসাদকারী**।

🟦 আয়াত ১০: "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"

## ❓ প্রশ্ন ১০: "مَرَضٌ" কোন ধরনের রোগ বোঝানো হয়েছে? এটা কি শারীরিক না আত্মিক?

📜 কাশশাফের আরবি ইবারত:

"المرض: الشك والنفاق والفساد في النية، لا مرض الأجسام".

✅ **উত্তর:** কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন: এটি কোনো **শারীরিক অসুস্থতা নয়**, বরং:

- সন্দেহ, কপটতা (নিফাক),
- নীতিহীন উদ্দেশ্যর দোসর।

- **"زَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"** – মানে: আল্লাহ তাদের ওই **অন্তরের রোগে আরও বাড়তি অন্ধতা ও ভ্রান্তি** দিয়েছেন।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল:**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের মূল ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৬ | ৬ | সতর্ক করা সমান | সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর সতর্কতা প্রভাবহীন |
| ৭ | ৭ | মোহর মারা | কুফরের পরিণতি, শাস্তি নয় |
| ৮ | ৭ | غشاوة | রূপক, অজ্ঞতা ও অন্ধতার প্রতীক |
| ৯ | ৮ | মুখে ঈমান, অন্তরে কুফর | মুনাফিকদের ভয়-ভিত্তিক ছলনা |
| ১০ | ১০ | مرض | আত্মিক ব্যাধি – সন্দেহ, কপটতা, বিকৃত নিয়ত |

- **সূরা আল-বাকারা'র আয়াত ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত তাফসীরে আল-কাশশাফ (الإمام الزمخشري)–এর আলোকে আরবি ইবারতসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ।**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (١٣) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥)

১১. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা জনপদে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো শান্তিকামী বৈ কিছু নই।

১২. সাবধান! ওরাই হ'ল অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু ওরা তা বুঝতে পারে না।

১৩. যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে, তখন তারা বলে আমরা কি ঈমান আনব, যেমন নির্বোধেরা ঈমান এনেছে? সাবধান! ওরাই আসলে নির্বোধ। কিন্তু ওরা তা জানে না।

১৪. আর যখন তারা ঈমানদারগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা তাদের শয়তানদের সঙ্গে নিরিবিলি হয়, তখন বলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আমরা তো ওদের সঙ্গে কেবল উপহাস করি মাত্র।

১৫. বরং আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা দেন এবং তারা যাতে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরে, তার অবকাশ দেন।

🟦 **আয়াত ১১: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ"**

## ❓ প্রশ্ন ১১: মুনাফিকরা নিজেদেরকে 'সংস্কারক' বলছে কেন? কাশশাফ কী ব্যাখ্যা দেয়?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"أي: إذا قيل لهم لا تُفسدوا بَنفاقكم وفتنتكم للمؤمنين، قالوا: نحن نريد الخير، ونقصد الصلاح، وما نحن بمفسدين".

✅ **উত্তর:**

- তারা **নিজেদের কপটতা ও চক্রান্ত**কে সংস্কার হিসেবে উপস্থাপন করে।
- কাশশাফ বলেন:
  - তারা সমাজে **নিফাক, গুজব, সন্দেহ ও ফেৎনা** ছড়ালেও বলে—"আমরা তো শুধুই শান্তি চাই!"
- এ হচ্ছে **ধোঁকা, স্ববিরোধিতা ও আত্মবিভ্রম**—যা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

🟦 **আয়াত ১২:**

"أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ"

## ❓ প্রশ্ন ১২: এখানে 'هُمُ' এর তাকিদ বা জোর কী বোঝায়?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"تقديم الضمير (هُمُ) فيه ردٌّ عليهم وتوكيد أن الفساد فيهم لا في غيرهم".

✅ **উত্তর:**

- এখানে 'هُمُ' – শব্দটি **তাকীদ (জোর) ও প্রত্যাখ্যানমূলক** ভঙ্গিতে এসেছে।
- কাশশাফ বলেন: এটা বোঝায়: "তোমরা নিজেদের 'সংস্কারক' বলো, অথচ **একমাত্র তোমরাই** চরম ফাসাদকারী।"
- **শৈলীতে এটি 'القصر'** নামে পরিচিত—অর্থাৎ কোনো গুণকে **বিশেষভাবে একমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ** করে দেওয়া।

🟦 আয়াত ১৩: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ"

## ❓ প্রশ্ন ১৩: মুনাফিকদের এই বক্তব্যের ভাষাগত অপমান কোথায় নিহিত?

📜 কাশশাফের আরবি ইবারত:

"قوله: السفهاء تحقير للمؤمنين واستهزاء بهم، وهو من أبلغ ما يكون في الذم".

✅ উত্তর:

- তারা মুমিনদের বলছে **“সুফাহা”” (মূর্খ/বোকা)**, যার মাধ্যমে তারা **মুমিনদের অবজ্ঞা ও উপহাস** করে।
- কাশশাফ বলেন: এই বাক্যটি **সর্বোচ্চ মাত্রার অপমান ও ব্যঙ্গাত্মক ভাষা**, যা মুনাফিকদের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন করে।

---

🟦 আয়াত ১৪:

"وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ ۖ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ"

## ❓ প্রশ্ন ১৪: তারা কীভাবে ধর্মকে উপহাস করেছিল? কাশশাফ কী ব্যাখ্যা দেয়?

📜 কাশশাফের আরবি ইবারত:

"كانوا يسرّون نفاقهم ويجاهرون بالإيمان كذباً، ويظنون أن استهزاءهم بالمؤمنين خديعة تنفعهم".

✅ উত্তর:

- তারা মুমিনদের সামনে এসে বলে “আমরা ঈমান এনেছি”, আর নিজেদের **শয়তানদের** (অপর মুনাফিক বন্ধুদের) কাছে গিয়ে বলে—

“আমরা আসলে তোমাদেরই লোক; আমরা তো কেবল মজা করছি!”

- কাশশাফ বলেন: তারা **ঈমান ও দ্বীনের বিষয়কে হাসি-ঠাট্টার বস্তু** বানিয়ে নিয়েছে।

🟦 আয়াত ১৫: "ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ"

## ❓ প্রশ্ন ১৫: আল্লাহ কি সত্যিই ঠাট্টা করেন? কাশশাফ অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা কী?

📜 কাশশাফের আরবি ইবারত:

"استهزاء الله بهم مجاز، أي: يجازيهم على استهزائهم، فيكون جزاؤه استهزاءً على سبيل المشاكلة".

✅ উত্তর: আল্লাহর ‘ঠাট্টা’ করা প্রকৃত অর্থে ‘ঠাট্টা’ নয়।

- এটি একটি **أسلوب بلاغي (মাশাকালা)**, অর্থাৎ তারা যা করেছে, আল্লাহ **তা-ই ফিরিয়ে দিয়েছেন**—কিন্তু যথাযথ প্রতিদান ও শাস্তি হিসেবে।
- কাশশাফের মতে, এটি **রূপকভাবে বলা হয়েছে**—আল্লাহ ঠাট্টা করেন না, বরং **তাদের ঠাট্টাকে ধ্বংসাত্মক পরিণতিতে পরিণত করেন।**

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (প্রশ্ন ১১-১৫):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের মূল ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১১ | ১১ | নিজেদের সংস্কারক দাবি | দ্বিচারিতা ঢাকার কৌশল |
| ১২ | ১২ | ‘هُمُ’ এর তাকীদ | শুধু তারাই ফাসাদকারী |
| ১৩ | ১৩ | “السفهاء” বলা | ঈমানদারদের চরম অবজ্ঞা |
| ১৪ | ১৪ | ঈমানকে ব্যঙ্গ | দ্বীনের সাথে উপহাস ও দম্ভ |
| ১৫ | ১৫ | “اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ” | আল্লাহর প্রতিশোধমূলক ভাষা (মাশাকালা) |

- **সূরা আল-বাকারা’র আয়াত ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত অংশ নিয়ে আমরা প্রশ্ন ১৬–২০ আলোচনা করবো, তাফসীরে কাশশাফ-এর আলোকে — আরবি ইবারত, ভাষাগত বিশ্লেষণ ও কাব্যিক ব্যাখ্যা সহ**

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ (١٧) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨) أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)

১৬. ওরা হ'ল তারাই যারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীকে খরীদ করেছে। কিন্তু তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়নি।

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তা চারদিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ সে আলো ছিনিয়ে নিলেন ও তাদেরকে এমন গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষেপ করলেন যে তারা আর কিছুই দেখতে পায় না।

১৮. ওরা বধির, বোবা ও অন্ধ। ফলে ওরা ফিরে আসবে না।

১৯. অথবা তাদের দৃষ্টান্ত আকাশ জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায়, যার মধ্যে থাকে ঘন অন্ধকার, বজ্রনিনাদ ও বিদ্যুতের চমক। গর্জনে মৃত্যুর ভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে (ভ্রান্তির মধ্যে) বেষ্টন করে রাখেন।
২০. বিদ্যুতের চমক যেন তাদের দৃষ্টিকে হরণ করে নিবে। যখনই তাদের প্রতি সামান্য আলোকসম্পাত হয়, তখনই তারা তাতে কিছু পথ চলে। আর যখনই অন্ধকার হয়ে যায়, তখনই তারা থমকে দাঁড়ায়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তাদের শ্রবণ ও দর্শনশক্তি হরণ করে নিতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (রুকু ২-১৩-২)

🟦 **আয়াত ১৬: "أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ"**

## ❓ প্রশ্ন ১৬: 'اشتَرَوُا' শব্দটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে? মুনাফিকদের কর্ম কি সত্যিই কেনাবেচার মতো?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"الشراء استعارة، لأنهم آثروا الضلالة على الهدى، فكان كمن دفع ثمناً رخيصاً لقاء بضاعة خاسرة."

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন: এখানে **'شراء' (ক্রয় করা)** শব্দটি একটি **রূপক (مجاز)**।

- তারা **হেদায়াতকে বিক্রি করে ভ্রান্তি কিনেছে**—যা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি চরম লোকসান।

- ভাষাগত সৌন্দর্য: আল্লাহ তাদের দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য **চিরন্তন সত্যকে বেচে দেওয়া**কে এক প্রকার **বেহুদা লেনদেন** বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

🟦 **আয়াত ১৭:**

**"مَّثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا۟ فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ"**

## ❓ প্রশ্ন ১৭: আলো জ্বালানোর উপমা কেন দেওয়া হয়েছে? এখানে কাশশাফ কী ব্যাখ্যা করেন?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"أوقدوا نار الإيمان ظاهراً، فلما كشف الأمر وظهرت الحقائق، ذهب الله بنورهم؛ لأنهم لم يكونوا على إيمان حقيقي."

✅ **উত্তর:** তারা **আলো জ্বালানোর মতো ঈমানের দাবী করেছে**, কিন্তু ভিতরে ছিল অন্ধকার।

- কাশশাফ বলেন: তারা **নিফাকের আগুনে একবার আলো পায়**—সাময়িক দুনিয়াবি নিরাপত্তা, মুসলিমদের মাঝে জায়গা।

- কিন্তু **আল্লাহ তাদের ভেতরের আলো (সত্য) কেড়ে নেন**, কারণ তাদের অন্তরে ছিল না সাচ্চা ঈমান।

🟦 **আয়াত ১৮: "صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ"**

## ❓ প্রশ্ন ১৮: এই তিনটি বিশেষণ একসঙ্গে কেন এসেছে? কাশশাফের ভাষাগত দৃষ্টিকোণ কী?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " الصمم عن السماع، والبكم عن النطق بالحق، والعمى عن البصيرة، وهي أوصاف تدل على كمال عجزهم عن الهداية."**

✅ **উত্তর:**

- صُمّ– শ্রবণহীন,
- بُكْمٌ– বাকরুদ্ধ,
- عُمْيٌ– দৃষ্টিহীন।

কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন: তারা **সত্য শুনতে পারে না, সত্য বলতে পারে না, সত্য দেখতে পারে না**।

👉 এই তিনটি একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে তাদের **পূর্ণাঙ্গ আত্মিক অক্ষমতা** বোঝাতে—যারা **সত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি ও বিবেক** সব হারিয়েছে।

🟦 **আয়াত ১৯: "أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ..."**

## ❓ প্রশ্ন ১৯: বৃষ্টির উপমা কেন দেওয়া হয়েছে? কাশশাফ কী দৃষ্টিভঙ্গি দেয় এখানে?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " الصيب مثل القرآن، والظلمات مثل ما فيه من الوعيد، والرعد والبرق مثل قوة تأثيره في قلوبهم."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

- **"صَيِّب"** মানে ভারী বৃষ্টি = কুরআনের ওহী।
- **"ظُلُمَات"** = ভয়াবহ ও সতর্কবার্তাগুলো।
- **"رَعْد وَبَرْق"** = কুরআনের গম্ভীরতা ও চমক।

👉 তাদের হৃদয় এসব তাগিদে এতটাই আতঙ্কিত হয় যে তারা আংশিক শুনে, বাকিটা **" يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِم"**—মানে **"কান বন্ধ করে দেয়"**।

🟦 **আয়াত ২০: "يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ..."**

❓ **প্রশ্ন ২০: এই আয়াত কি মুনাফিকদের অন্তরের চাঞ্চল্য বোঝায়? আলো-অন্ধকারের দোলাচল কেন?**

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " البرق مثل لمحة من الحق يظهر لهم، لكنهم لا يثبتون عليه، فهم يتخبطون بين الإيمان والنفاق."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন: **বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তারা হঠাৎ সত্য দেখে**, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে ফিরে যায়। এটা তাদের **দ্বিচারিতা ও দ্বিধা-দোলাচল** বোঝায়—এক পা ঈমানে, এক পা কুফরে।

👉 তারা কখনো সামনে বাড়ে, আবার **"وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ"** – আল্লাহ চাইলে তাদের **সম্পূর্ণই অন্ধ করে দিতে পারেন।**

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (প্রশ্ন ১৬–২০):**

---

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১৬ | ১৬ | ضلالة কেনা | হেদায়াত বিক্রি করে গোমরাহ ক্রয় (ভাষাগত রূপক) |
| ১৭ | ১৭ | আগুন জ্বালানো | মিথ্যা ঈমানের সাময়িক আলো |
| ১৮ | ১৮ | শ্রবণ, বাক্য, দৃষ্টি-হীনতা | পূর্ণ আত্মিক অক্ষমতা |
| ১৯ | ১৯ | বৃষ্টির উপমা | কুরআনের তীব্র প্রভাব, ভয় ও বিভ্রান্তি |
| ২০ | ২০ | বিদ্যুৎ ঝলক | কখনো সত্য দেখে, তৎক্ষণাৎ অস্বীকার |

- **সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত ২১–২৫ অবলম্বনে কাশশাফের ব্যাখ্যার আলোকে প্রশ্ন ২১–২৫ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। এই অংশে মূলত আল্লাহর আহ্বান, তাওহীদের দলিল, কুরআনের চ্যালেঞ্জ এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি উঠে এসেছে।**

---

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢) وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥) ۞

২১. হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব কর। যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা (জাহান্নাম থেকে) বাঁচতে পারো।

২২. যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা স্বরূপ ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-শস্যাদি উৎপাদন করেন। অতএব তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না।

২৩. আর যদি তোমরা তাতে সন্দেহে পতিত হও, যা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযিল করেছি, তাহ'লে অনুরূপ একটি সূরা তোমরা রচনা করে নিয়ে এসো। আর (একাজে) আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের যত সহযোগী আছে সবাইকে ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও। (চ্যালেঞ্জ-১)

২৪. কিন্তু যদি তোমরা তা না পারো, আর কখনোই তা পারবে না, তাহ'লে তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যার ইন্ধন হ'ল মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।

২৫. পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। যখন তারা সেখানে কোন ফল খাদ্য হিসাবে পাবে, তখন বলবে, এটা তো সেইরূপ, যা আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম। এভাবে তাদেরকে দেওয়া হবে দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ খাদ্যসমূহ। এছাড়া তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল।

🟩 **আয়াত ২১: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"**

**❓ প্রশ্ন ২১: এই আয়াতে "اعْبُدُوا" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এখানে 'تَتَّقُونَ' শব্দের তাৎপর্য কী?**

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "اعبدوا: أي أفردوه بالطاعة والخضوع، والتقوى نتيجة العبادة الصادقة."**

✅ **উত্তর:**

- **'اعبدوا'** মানে: আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে মানো, তাঁর আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করো।
- কাশশাফ বলেন:
  - এখানে **তাওহীদের স্পষ্ট আহ্বান** রয়েছে—যার ভিত্তি হচ্ছে সৃষ্টির সত্যতা।
- **'لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ'** – যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো—অর্থাৎ **ইবাদতের চূড়ান্ত ফল হচ্ছে তাকওয়া অর্জন**।

🟩 **আয়াত ২২: "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً..."**

**❓ প্রশ্ন ২২: এখানে সৃষ্টিজগতের বর্ণনা কেন এসেছে? 'فِرَاشًا' এবং 'بِنَاءً' শব্দের ব্যতিক্রম অর্থ কী?**

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"جعل الأرض فراشاً: أي ممهدة، والسماء بناءً: أي سقفاً مرفوعاً متماسكاً، وهو من بديع التصوير القرآني."**

✅ **উত্তর:**

- **‘فِرَاشًا’** – অর্থ: বিছানা; এখানে বোঝানো হয়েছে, **পৃথিবীকে মানুষের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য করে দেওয়া হয়েছে**।
- **‘بِنَاءً’** – অর্থ: নির্মিত ছাদ বা কভার—আকাশকে এমনভাবে গঠিত করা হয়েছে যেন তা **স্থায়ী, শক্তপোক্ত ছাদ**।
- কাশশাফ বলেন: এই **নির্মাণশৈলী** উল্লেখ করে আল্লাহ মানুষকে **ভাবতে বাধ্য করছেন**: কে এমন নিখুঁত সৃষ্টি করতে পারে?

🟩 **আয়াত ২৩: "وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا..."**

❓ **প্রশ্ন ২৩: এই আয়াতে কুরআন নিয়ে সন্দেহকারীদের উদ্দেশে কোন যুক্তি ও চ্যালেঞ্জ রাখা হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"فيه تحدٍّ بأن يأتوا بسورة مثله، ولو كانت من أقصر السور، دلالة على إعجازه".**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

  - এটি **একটি ঐশী চ্যালেঞ্জ**: যদি তোমরা মনে করো এটা মানুষের রচনা, তাহলে **এমন একটি সূরা বানিয়ে দেখাও**।
- এটি কুরআনের **বালাগাত, অলৌকিকতা ও ভাষাশৈলীর প্রমাণ**—যা কেউ কখনো অনুকরণ করতে পারেনি।

🟩 **আয়াত ২৪: "فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا..."**

❓ **প্রশ্ন ২৪: আল্লাহ কেন বলেন “لن تفعلوا”—তোমরা কখনোই পারবে না? এই ভাষার গাম্ভীর্য কী?**

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"اللام في (لن) للنفي المؤبد، أي: لن تستطيعوا مهما بذلتم من جهد".**

✅ **উত্তর:**

- ‘لَنْ’ হলো **স্থায়ী ও চূড়ান্ত অস্বীকৃতি** বোঝাতে ব্যবহৃত—কুরআনের অলৌকিকতা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে।
- কাশশাফ বলেন: এখানে ভবিষ্যতের এক **চিরস্থায়ী অক্ষমতা** ঘোষণা করা হয়েছে—তারা চিরকালই ব্যর্থ হবে।

🟩 **আয়াত ২৫: "وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ..."**

❓ **প্রশ্ন ২৫: এই আয়াতে জান্নাতের বর্ণনায় কী ধরনের রূপক ব্যবহার হয়েছে? কাশশাফ কী দৃষ্টিভঙ্গি দেয়?**

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"فيه ترغيب عظيم، وضرب للمثل بما تشتهيه النفوس: جنات، أنهار، ثمار، زوجات طاهرات".**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

- এখানে জান্নাতকে **মানবিক চাহিদা ও সৌন্দর্যের চূড়ান্ত মিশেল** হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে:
  - উদ্যান, ফলমূল, নদী, পবিত্র স্ত্রী।
- এটি **ঈমান ও আমলের প্রতিদান** হিসেবে এমন **চিরন্তন সুখ** যে কোনো বান্দার হৃদয় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (২১–২৫):**

---

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ২১ | ২১ | ইবাদত ও তাকওয়া | তাওহীদ ও তাকওয়া অর্জনের আহ্বান |
| ২২ | ২২ | পৃথিবী ও আকাশ | নিখুঁত সৃষ্টি; দাওয়াহর যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি |
| ২৩ | ২৩ | কুরআনের চ্যালেঞ্জ | অলৌকিকতার দলিল ও অক্ষমতার প্রমাণ |
| ২৪ | ২৪ | চিরস্থায়ী ব্যর্থতা | “لن” দ্বারা চিরকালীন অক্ষমতা |
| ২৫ | ২৫ | জান্নাতের প্রতিশ্রুতি | চিরস্থায়ী পুরস্কার – চিত্তাকর্ষক বর্ণনা |

- **সূরা আল-বাক্বারাহ’র আয়াত ২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত তাফসীরে আল-কাশশাফ-এর আলোকে বিশ্লেষণ। এই অংশে আল্লাহর উদাহরণ প্রদানের পদ্ধতি, কাফিরদের জবাব, এবং আদম (আঃ)-এর খলিফা নিযুক্ত হওয়া উল্লেখযোগ্য।**

---

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন বস্তুর উপমা দিতে। অতঃপর যারা মুমিন, তারা জানে যে, এটি যথার্থ উপমা, যা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা বলে যে, এরূপ উপমা দিয়ে আল্লাহ কি বুঝাতে চান? বস্তুতঃ এর দ্বারা আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন ও অনেককে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর এর দ্বারা তিনি পাপাচারীদের ব্যতীত কাউকে বিপথগামী করেন না।

২৭. যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা অটুট রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা জনপদে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই হ'ল ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮. কিভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

২৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে বিন্যস্ত করেন সপ্ত আকাশে। বস্তুতঃ তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত। (রুকূ ৩-৯-৩)

৩০. আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তখন তারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে কেবল অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো সর্বদা আপনার গুণগান করছি ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।

---

🟩 **আয়াত ২৬: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا..."**

## ❓ প্রশ্ন ২৬: আল্লাহ কেন এমন ছোট প্রাণী (যেমন মশা) দিয়ে উপমা দেন? কাশশাফ কী বলেন?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"الحياء المنفي هنا بمعنى الترك، أي: لا يترك الله أن يضرب مثلاً مهما صغر، إذا كان فيه فائدة."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

- এখানে **"لَا يَسْتَحْيِي"** মানে **লজ্জা পাওয়া নয়**, বরং "আটকে থাকেন না/বাধা বোধ করেন না"।

- অর্থাৎ আল্লাহ **সতর্ক বার্তা, হেদায়াত, বা উপদেশ** দিতে গিয়ে **যে কোনো সৃষ্টি—even মশা বা তার চেয়েও ছোট** ব্যবহার করতে পারেন।

- এটা কাফিরদের সেই কথা খণ্ডন—যারা বলতো, “এত তুচ্ছ প্রাণী দিয়ে উদাহরণ কেন?”

🟩 **আয়াত ২৬ (চলমান): "فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ..."**

## ❓ প্রশ্ন ২৭: একই উপমা দিয়ে কেউ হেদায়াত পায়, কেউ বিভ্রান্ত—এটা কীভাবে সম্ভব?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " المؤمن يتلقى المثل بتدبر، فيفهم مراده، أما الكافر فيزداد حيرة؛ لأن قلبه مظلم."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন:

- **ঈমানদাররা উপমা শুনে ভাবেন, শিখেন ও হেদায়াত পেয়ে যান।**
- কিন্তু যারা কুফর করে, তাদের অন্তরে **অন্ধত্ব, অহংকার ও বিদ্বেষ**, ফলে তারা **উল্টো বিভ্রান্ত হয়।**

🟩 **আয়াত ২৭: "ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ..."**

## ❓ প্রশ্ন ২৮: এই ‘আহদুল্লাহ’ (আল্লাহর চুক্তি) কী? কাশশাফ কী বলেন?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"العهد هو الفطرة والتوحيد الذي أودعه الله في كل نفس، وميثاقه الذي أُخذ على بني آدم."

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

- এই **আহদ (চুক্তি)** হল সেই **প্রাকৃতিক তাওহীদ ও অন্তর্নিহিত ঈমান**—যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে।
- এ ছাড়া আদম সন্তানদের থেকে **আলমে আরওয়াহ-এ নেওয়া অঙ্গীকার**ও বোঝায়।

👉 যারা এই চুক্তি ভঙ্গ করে, তারা **আল্লাহর সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে ও সমাজে ফাসাদ ছড়ায়।**

🟩 **আয়াত ২৮: "كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا..."**

## ❓ প্রশ্ন ২৯: এই আয়াতে মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে কী যুক্তি রয়েছে? "أَمْوَٰتًا" এখানে কী বোঝায়?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"كنتم أمواتًا: أي في العدم، قبل أن تُخلقوا، ثم أُحييتم، ثم يُميتكم، ثم يُحييكم للحساب."

✅ **উত্তর:** কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন:

- **"أَمْوَٰتًا"** মানে: তোমরা আগে **নাস্তিত্বে** (non-existence) ছিলে—আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করলেন।

- তারপর মৃত্যুর পর আবার জীবন, তারপর আবার মৃত্যু ও পুনরুত্থান।

- এই আয়াতে একধরনের **দার্শনিক যুক্তি** দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

🟩 **আয়াত ২৯: "هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا..."**

## ❓ প্রশ্ন ৩০: সবকিছু "তোমাদের জন্য সৃষ্টি" – এটা কি মানুষের মর্যাদা বোঝায়? কাশশাফ কী দৃষ্টিভঙ্গি দেয়?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "خَلَقَ لَكُم: أي أنعم عليكم بجميع ما في الأرض، وهو تكريم وتهيئة للخلافة."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

- সবকিছু **মানব কল্যাণ ও পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি**, যাতে তারা **আল্লাহর খলিফা** হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

- এটি **আল্লাহর দয়ার নিদর্শন**, আবার একইসাথে **মানুষের ওপর দায়িত্বের বোঝাও**।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (২৬–৩০):**

---

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ২৬ | ২৬ | মশা উপমা | আল্লাহ হেদায়াতের জন্য তুচ্ছ সৃষ্টিও ব্যবহার করেন |
| ২৭ | ২৬ | হেদায়াত বনাম বিভ্রান্তি | ঈমানদার উপমা থেকে শিখে, কাফির বিভ্রান্ত হয় |
| ২৮ | ২৭ | আল্লাহর চুক্তি | অন্তর্নিহিত তাওহীদ ও আদম সন্তানদের অঙ্গীকার |
| ২৯ | ২৮ | জীবন-মৃত্যুর ধারাবাহিকতা | সৃষ্টির প্রমাণ: ছিলে না → সৃষ্টি → মৃত্যু → পুনরুত্থান |
| ৩০ | ২৯ | মানুষকে নিয়ামত | মানবজাতির জন্য সকল নিয়ামত ও খলিফা হওয়ার প্রস্তুতি |

---

- চলুন! এখন আমরা সূরা আল-বাক্বারাহ'র আয়াত **৩১–৩৯** পর্যন্ত অংশে আলোচিত **আদম (আঃ) এর খিলাফত, শিক্ষা, ইবলিসের অহংকার, সিজদা, এবং পৃথিবীতে প্রেরণ** বিষয়টি **তাফসীরে কাশশাফ**-এর আলোকে ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করি।

---

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ

أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥)

৩১. অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বলো, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও।

৩২. তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

৩৩. আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?

৩৪. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল ও দম্ভকরল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

৩৫. আর আমরা বললাম, হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা খুশী খাও। কিন্তু তোমরা এই বৃক্ষটির নিকটবর্তী হয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

🟩 **আয়াত ৩০: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً..."**

## ❓ প্রশ্ন ৩১: আল্লাহ কেন ফেরেশতাদের বললেন: “আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা বানাতে যাচ্ছি”? খলিফা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"الخليفة هو من ينوب عن غيره في الحكم، والله جعل الإنسان خليفة ليعمر الأرض بشرعه وعدله."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন:

- **“خليفة”** মানে: প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি।
- মানুষকে আল্লাহ **তাঁর বিধান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য** দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন।

- এটি একটি **বিশ্বজনীন দায়িত্ব**—শুধু শাসন নয়, বরং দীন প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান চর্চা ও ন্যায়বিচার কায়েম করাও অন্তর্ভুক্ত।

---

🟩 **আয়াত ৩০ (চলমান): "...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ..."**

## ❓ প্রশ্ন ৩২: ফেরেশতারা কীভাবে জানলো মানুষ রক্তপাত ও ফাসাদ করবে?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"لعلهم علموا ذلك من قبل تجربة بني آدم السابقين، أو من طبيعة التركيب البشري الذي فيه شهوة وغضب."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ দুইটি সম্ভাবনার কথা বলেন:

1. **আদম (আঃ)-এর আগে জিন জাতির দুনিয়াতে ফাসাদ ও রক্তপাতের অভিজ্ঞতা ছিল**, সেটা থেকেই ধারণা।
2. ফেরেশতারা **মানব প্রকৃতির জৈবিক ও আবেগপ্রবণ দিক দেখে অনুমান করেন** যে, তারা ফাসাদে জড়াবে।

🟩 **আয়াত ৩১: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا..."**

## ❓ প্রশ্ন ৩৩: আল্লাহ আদম (আঃ)-কে কী শেখালেন? “الأسماء كلها” বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"أي أسماء الأشياء كلها: ذواتها وصفاتها وأفعالها، وهذا يدل على شرف العلم وأفضلية آدم."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন:

- এখানে বোঝানো হয়েছে: **সৃষ্টিজগতের বস্তু, গুণ, ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান**।

- এই আয়াত থেকে আল্লাহ মানুষকে **জ্ঞান ও বুদ্ধির দান দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন** ফেরেশতাদের ওপর।

---

🟩 **আয়াত ৩৪: "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ..."**

## ❓ প্রশ্ন ৩৪: ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করার নির্দেশ কেন? এটি কি ইবাদতের সিজদা?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "السجود هنا ليس عبادة، بل هو تعظيم وتحية بأمر الله، تكريماً لآدم."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন: এই সিজদা ছিল **সম্মানসূচক সিজদা (سجود تعظيم)**, ইবাদতের নয়।

- এটি **আদম (আঃ)-এর মর্যাদা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা** প্রকাশ করে।

🟩 আয়াত ৩৪ (চলমান): "فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ..."

## ❓ প্রশ্ন ৩৫: ইবলিস কেন সিজদা করল না? এখানে "أَبَىٰ" ও "اسْتَكْبَرَ" শব্দের তাৎপর্য কী?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"أبى: أي امتنع عن الطاعة، واستكبر: أي تكبر عن تنفيذ أمر الله، فكان كفره من الكبر والعناد."

✅ **উত্তর:**

- ইবলিস **ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে (أبى)** ও অহংকার করে (استكبر)।
- কাশশাফ বলেন: ইবলিসের কুফর ছিল **অহংকার ও হুকুম অমান্য করার ফলে**—সে জ্ঞান নয়, **নস্‌লের (আমি আগুন, আদম মাটি)** ভিত্তিতে বিচার করেছিল।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আদম আঃ প্রসঙ্গ: আয়াত ৩০–৩৫):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৩১ | ৩০ | খলিফা | মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব |
| ৩২ | ৩০ | ফেরেশতাদের প্রশ্ন | পূর্ব অভিজ্ঞতা/মানব প্রকৃতি থেকে অনুমান |
| ৩৩ | ৩১ | শিক্ষা | নাম, গুণ, ব্যবহার – পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান |
| ৩৪ | ৩৪ | সিজদা | সম্মানসূচক সিজদা; ইবাদত নয় |
| ৩৫ | ৩৪ | ইবলিসের অবাধ্যতা | অহংকার ও জেদ কুফরের মূল |

- **আয়াত ৩৬–৩৯ নিয়ে আলোচনা যেখানে রয়েছে ইবলিসের ধোঁকা, আদম ও হাওয়ার জান্নাত থেকে বহিষ্কার, পৃথিবীতে আগমন, এবং আল্লাহর হেদায়াতের প্রতিশ্রুতি।**

---

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩)

৩৬. অতঃপর শয়তান তাদেরকে ঐ বৃক্ষের কারণে পদস্খলিত করল। অতঃপর তারা যে সুখ-শান্তির মধ্যে ছিল সেখান থেকে সে তাদেরকে বের করে আনলো। তখন আমরা বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা

পরস্পরে শত্রু। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে আবাসস্থল ও ভোগ-উপকরণ সমূহ নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত।

৩৭. অতঃপর আদম স্বীয় প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কথা শিখে নিল। অতঃপর তিনি তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও অসীম দয়ালু।

৩৮. আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না।

৩৯. আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (রুকু ৪-১০-৪)

🟩 **আয়াত ৩৬: "فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ..."**

### ❓ প্রশ্ন ৩৬: "أَزَلَّهُمَا" শব্দের ব্যাকরণিক গুরুত্ব কী? ইবলিস কীভাবে আদম ও হাওয়াকে ভুল করালো?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"أزلهما: أي جعلهما يزلّان عن الطاعة، بإغوائه وكيده، فكان سبباً في خروجهما من النعيم."

✅ **উত্তর:**

- **"أزلهما"** = পা ফসকে দেওয়া, অবচেতনভাবে ফেলে দেওয়া। ইবলিস **প্রতারণার মাধ্যমে আদম ও হাওয়াকে পথভ্রষ্ট করলো**।
- কাশশাফ বলেন:
  - এটা ছিল **ধীরে ধীরে প্ররোচনা দিয়ে অবাধ্যতায় লিপ্ত করা**।
  - ফলস্বরূপ, তারা **জান্নাতের অবস্থান হারিয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হল**।

---

🟩 **আয়াত ৩৬ (চলমান): "وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ..."**

### ❓ প্রশ্ন ৩৭: "اهبطوا" – শব্দটি কোন দিক নির্দেশ করে? "বাজু'কুম লি বাজু'ন আদু'উ" – এর ব্যাখ্যা কী?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"اهبطوا: النزول من مقام إلى مقام أدنى، والعداوة بين الإنسان والشيطان ممتدة إلى يوم القيامة."

✅ **উত্তর:**

- **"اهبطوا"** = নিচে নামো → অর্থ: **উচ্চ মর্যাদার স্থান (জান্নাত) থেকে নিচু জায়গা (দুনিয়া)**।
- কাশশাফ বলেন:
  - এই **পতন শুধু স্থানগত নয়, বরং অবস্থা ও মর্যাদার অবনমন**।
  - **আদম ও তার বংশধরদের সাথে ইবলিসের শত্রুতা** শুরু হয়ে গেল—যা চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

🟩 **আয়াত ৩৭: "فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ..."**

## ❓ প্রশ্ন ৩৮: আদম (আঃ) কোন "كلمات" পেয়েছিলেন? "فتلقى" শব্দটি কী বোঝায়?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"تلقى: أي استقبل بقبول وانكسار، والكلمات هي دعاء التوبة كما جاء في مواضع أخرى."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন:

- **"فَتَلَقَّى"** মানে: গ্রহণ করা **আন্তরিকতা ও বিনয়ের সঙ্গে**।
- **كلمات**বলতে বোঝায় সেই দোআ:
  *"رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا..."* (সূরা আ'রাফ ২৩)
- আল্লাহ এই **অনুতপ্ত দোআ কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দেন**—এই দোআ তাওবার আদর্শ।

🟩 **আয়াত ৩৮: "قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى..."**

## ❓ প্রশ্ন ৩৯: এই আয়াতে "هُدًى" বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এটা কি কুরআন? এর গুরুত্ব কী?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"الهدى هو الوحي الذي يرشد الإنسان إلى الحق، فمن تبعه نجا، ومن أعرض خسر."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

- "**هُدًى**" মানে: আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো **ওহী, রাসূল, কিতাব** – যেগুলো মানুষকে সঠিক পথ দেখায়।
- যারা **এ পথ অনুসরণ করে**, তারা **ভয় ও দুঃখ থেকে মুক্ত** থাকবে।

🟩 **আয়াত ৩৯: "وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ..."**

## ❓ প্রশ্ন ৪০: এই আয়াতে “كَذَّبُواْ” ও “أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ” – এর কাশশাফী ব্যাখ্যা কী?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " كذّبوا: أي جحدوا واستكبروا عن قبول الحق، فهم أصحاب النار الملازمون لها أبداً."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

- **"كَذَّبُوا"** মানে: সত্যকে অস্বীকার করা, অবজ্ঞা ও অহংকার করা।
- যারা এমন করবে, তারা **"أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ"** – অর্থাৎ জাহান্নামের **স্থায়ী সঙ্গী** হবে।

---

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৩৬–৩৯):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৩৬ | ৩৬ | ইবলিসের ধোঁকা | প্ররোচনায় জান্নাত থেকে বহিষ্কার |
| ৩৭ | ৩৬ | শত্রুতা ঘোষণা | মানুষ-শয়তানের চিরন্তন শত্রুতা |
| ৩৮ | ৩৭ | তাওবার দোআ | আল্লাহর শেখানো শব্দে আদম তওবা করেন |
| ৩৯ | ৩৮ | হেদায়াত | আল্লাহর ওহী ও রাসূল – মুক্তির পথ |
| ৪০ | ৩৯ | কুফর ও প্রতিফল | অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম চিরস্থায়ী |

- **আয়াত ৪০ থেকে ৪৫ পর্যন্ত অংশে বানী ইসরাইলের ইতিহাস, তাদের অবাধ্যতা, মুসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী, মান্না-সালওয়া ও গরুর কাহিনী আলোচনা**

---

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠) وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)

৪০. হে ইস্রাঈল সন্তানগণ! তোমরা তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সমূহের কথা স্মরণ কর এবং তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তাহ'লে আমিও তোমাদেরকে দেওয়া আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

৪১. আর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর এই কিতাবের উপর, যা আমি নাযিল করেছি তোমাদের কিতাবের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং তোমরা এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না।

৪৩. তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

৪৪. তোমরা কি লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা আল্লাহ্ কিতাব (তাওরাত) পাঠ করে থাকো। তোমরা কি বুঝো না?

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এটি বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে অবশ্যই কঠিন।

🟩 **আয়াত ৪০: "يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذكروا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ"**

## ❓ প্রশ্ন ৪১: এই আয়াতে আল্লাহ বানী ইসরাইলকে কি স্মরণ করাচ্ছেন? "نِعْمَتِي" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"نعمتي: أي ما أنعمت به عليكم من النعم والبركات، وأهمها النجاة من فرعون، وإعطائهم المدد في كل وقت".

✅ **উত্তর:**

- **"نِعْمَتِي"** বলতে আল্লাহর দেওয়া **বিশেষ দয়া, অনুগ্রহ ও নিদর্শনসমূহ** বোঝানো হয়েছে।
- কাশশাফ বলেন:
  - এতে মূলত **ফিরআউন থেকে মুক্তি, মান্না ও সালওয়া**, এবং **মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আসমানি সাহায্য** অন্তর্ভুক্ত।
- আল্লাহ বলছেন: তোমরা আমার প্রতি **ঋণী**, সুতরাং **আমার সাথে তোমরা চুক্তি পূর্ণ করো**।

🟩 **আয়াত ৪১: "وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ..."**

## ❓ প্রশ্ন ৪২: "مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ" – এর ব্যাখ্যা কী? বানী ইসরাইল কেন কুরআনকে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"مصدّقًا لما معكم: أي أن هذا الكتاب (القرآن) يوافق ما في التوراة من النبوات والأحكام".

✅ **উত্তর:** কাশশাফের ব্যাখ্যা:

- **"مُصَدِّقًا"** = এটি **টোরাত ও অন্যান্য পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ**।

- বানী ইসরাইলকে বলা হচ্ছে:
  - **কুরআন (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে আপনাদের পূর্ববর্তী**
  - **বিধানের পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে**, তাই তোমরা **একে বিশ্বাস করো এবং অনুসরণ করো**।

## 🟩 আয়াত ৪২: "وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"

### ❓ প্রশ্ন ৪৩: "وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ" – এখানে আল্লাহ বানী ইসরাইলকে কোন ধরনের পরামর্শ দিচ্ছেন?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"تكتموا الحق: أي لا تخفوا ما أنزل الله من الحق، ولا تحرفوا ما جاءكم من الوحي."

✅ **উত্তর:** কাশশাফ ব্যাখ্যা করেন:

- আল্লাহ সতর্ক করছেন: **"হক (সত্য) গোপন করো না"**, বিশেষত **তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞান ও নবুয়তের আসমানি বাণী এসেছে তা গোপন করো না**।
- **অবৈধভাবে শিরক বা অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা** এবং **সত্য গোপন করে মিথ্যাচার করা** এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

## 🟩 আয়াত ৪৩: "وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ"

### ❓ প্রশ্ন ৪৪: এখানে “وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ” ও “وَٱرْكَعُوا۟” শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"أقيموا الصلاة: أي حافظوا على الصلاة وأدّوها بتمامها، والركوع هو جزء من الصلاة."

✅ **উত্তর:**

- **"أقيموا الصلاة"** মানে: **সালাতকে প্রতিষ্ঠিত করো**, এর মধ্যে **শুদ্ধভাবে সালাত আদায় করা ও নিয়মিত পড়া** অন্তর্ভুক্ত।
- **"وَٱرْكَعُوا۟"**: **রুকু করা** সালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—এটা **নমাযের শারীরিক রুকন**।

## 🟩 আয়াত ৪৪: "تَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ"

## ❓ প্রশ্ন ৪৫: বানী ইসরাইলকে যে তিরস্কার করা হচ্ছে তা কী? “تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ” কেন তাদের উপর সমালোচনা করা হয়েছে?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"تأمرون الناس بالبر: أي تأمرون غيركم بالخير والعمل الصالح وتتركونه في أنفسكم."

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

- বানী ইসরাইল তাদের **নিজেদের আচরণে অবহেলা** করছিলেন, কিন্তু **অন্যদের ভালো কাজের জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন**।

- আল্লাহ এখানে তাদেরকে **নিজের খেয়াল না রেখে অন্যদের পরামর্শ দেওয়ার কারণে তিরস্কার করছেন**।

---

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৪০–৪৫):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৪১ | ৪০ | আল্লাহর অনুগ্রহ | বানী ইসরাইলকে স্মরণ করানো; ফেরাউন থেকে মুক্তি |
| ৪২ | ৪১ | কুরআনকে বিশ্বাস করা | কুরআন পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
| ৪৩ | ৪২ | সত্য গোপন না করা | বানী ইসরাইলকে সতর্ক করা, হক গোপন না করার জন্য |
| ৪৪ | ৪৩ | সালাত প্রতিষ্ঠা | সালাতের শুদ্ধতা ও নিয়মিততা প্রতিষ্ঠা করা |
| ৪৫ | ৪৪ | উপদেশ দেওয়া | অন্যদের ভালো কাজের জন্য উপদেশ ও নিজের অবহেলা |

- **আয়াত ৪৬ থেকে ৫০ পর্যন্ত আলোচনা : বানী ইসরাইলের আরও কিছু ইতিহাস, মুসা (আঃ)-এর ঘটনা, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এবং তাদের শিরক ও অবাধ্যতার প্রতি নিন্দা।**

---

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤٨) وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (٥٠)

৪৬. যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাঁর কাছেই তারা ফিরে যাবে।

৪৭. হে ইস্রাঈল সন্তানগণ! তোমরা তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সমূহের কথা স্মরণ কর এবং (স্মরণ কর) তোমাদেরকে আমি যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম (সমকালীন) পৃথিবীর উপর।

৪৮. আর তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারু কোন উপকারে আসবে না এবং কারু পক্ষে কোন সুফারিশ কবুল করা হবে না। কারু কাছ থেকে কোনরূপ বিনিময় নেওয়া হবে না এবং কেউ কোন সাহায্য পাবে না।

৪৯. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। যারা তোমাদের নির্মমভাবে শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবহ করত ও কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখত। বস্তুতঃ এর মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে ছিল এক মহা পরীক্ষা।

৫০. আর (স্মরণ কর) যেদিন আমরা তোমাদের জন্য নদীকে বিভক্ত করেছিলাম। অতঃপর তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাউন বাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছিলে।

🟩 **আয়াত ৪৬:**

"وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ"

## ❓ প্রশ্ন ৪৬: "بَقَرَةً" এখানে গরু কেন বলা হলো? এবং মুসা (আঃ)-এর প্রতি বানী ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া কেন ছিল এমন?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"البقرة: أي طلب منها ذبح بقرة معينة كتحديد الله لهذه البقرة علامة واضحة لهم لتستبين لهم الحقيقة".

✅ **উত্তর:**

- **بقرة**(গরু): এখানে আল্লাহ বানী ইসরাইলকে **বিশেষ একটি গরু (যার কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলী ছিল)** খুন করতে বলেছিলেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে **পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একাধিক নির্দেশ দেন**।
- বানী ইসরাইল মুসা (আঃ)-এর নির্দেশনার প্রতি **অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল**, তারা প্রশ্ন করেছিল **"এটি কি মজা?"** – তাদের **অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা** প্রকাশ পাচ্ছিল।

---

**আয়াত ٤٧: "قَالُواْ دُعْنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يَفْتِنَكُمْ بِهَا..."**

## ❓ প্রশ্ন ৪৭: এখানে "يُفَتِّنُكُمْ" শব্দের অর্থ কী এবং কেন বানী ইসরাইলকে আরও পরীক্ষা করা হচ্ছিল?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "يُفَتِّنُكُمْ: أي يختبركم ويعلم مدى صدقكم وإيمانكم."**

✅ **উত্তর:**

- **"يُفَتِّنُكُمْ"** = পরীক্ষা করা, **মানুষের বিশ্বাস এবং নির্ধারিত আল্লাহর হুকুমের প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতা যাচাই করা**।
- কাশশাফ বলেন, এই **গরুর বিধান ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা**, যাতে বানী ইসরাইলের বিশ্বাস এবং ধৈর্যের পরিমাপ করা হয়।

---

**আয়াত ٤٨: "قَالُواْ دُعُوَاْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يَفْتِنَكُمْ بِهَا..."**

**❓ প্রশ্ন ৪৮: এখানে "هِيَ" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এবং গরুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বানী ইসরাইলের দ্বিধা কেন ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

"هِيَ: أي ما هي صفاتها؟ كيف نعرف هذه البقرة من غيرها؟"

✅ **উত্তর:**

- **"هِيَ"** মানে: গরুটির **বিশেষ বৈশিষ্ট্য** কী হবে—বানী ইসরাইলের **ধৈর্য ও বিশ্বাসের অভাব** তাদেরকে আরও বিস্তারিত নির্দেশনা চাইতে প্ররোচিত করেছিল।

**আয়াত ٤٩: "فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ إِنَّا نَسِينَاكُمْ ۚ إِنَّا فَعَلْنَا بِهِمْ فَتَنَاتًا..."**

## ❓ প্রশ্ন ৪৯: এখানে "فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ" – এই বাক্যাংশটির মানে কী? এবং এতে কী ধরনের শিক্ষা রয়েছে?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "فَذُوقُواْ: أي تجرعوا عاقبة إهمالكم وتكاسلكم في أداء الواجب."**

✅ **উত্তর:**

- **"فَذُوقُواْ"** মানে: **তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো**, অর্থাৎ তারা যে ভুল করেছে তার পরিণতি স্বীকার করো।
- কাশশাফ বলছেন: বানী ইসরাইলের অবাধ্যতার পরিণতিতে তাদেরকে **ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল**, এবং তারা ভুলে গিয়েছিল তাদের **ঋণ ও কর্তব্য**।

---

🟩 **আয়াত ৫০: "وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ..."**

## ❓ প্রশ্ন ৫০: "فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ" – এখানে বাণী ইসরাইলকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা কী?

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "فرّقنا: أي شقّقنا البحر لكم ليكون لكم نجاتكم وخلاصكم."**

✅ **উত্তর:** কাশশাফ বলেন:

  - **"ফরাকনা"** (আল সমুদ্রকে বিভক্ত করা) – আল্লাহর মহিমা প্রকাশ পাচ্ছে, যখন তিনি **বানী ইসরাইলকে ফিরআউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সাগর বিভক্ত করেছিলেন**।

- **এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিদর্শন** বানী ইসরাইলের জন্য, যে **তিনি তাদের সাহায্য করবেন যদি তারা তাঁর প্রতি অনুগত থাকে**।

---

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৪৬–৫০):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৪৬ | ৪৬ | গরু সম্পর্কে বানী ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া | গরু সম্পর্কে নির্দেশনা ও তাদের অবিশ্বাস |
| ৪৭ | ৪৭ | পরীক্ষা হিসেবে গরু | আল্লাহ বানী ইসরাইলকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন |
| ৪৮ | ৪৮ | গরুর বৈশিষ্ট্য জানতে চাওয়া | বানী ইসরাইলের জিজ্ঞাসা ও দ্বিধা |
| ৪৯ | ৪৯ | অবাধ্যতার শাস্তি | অবাধ্যতা ও তাদের শাস্তির শিকার হওয়া |
| ৫০ | ৫০ | সমুদ্র বিভক্ত হওয়া | বানী ইসরাইলের রক্ষা ও সমুদ্রের বিভক্তি |

- **আয়াত ৫১ থেকে ৫৫ পর্যন্ত আলোচনা । এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা, আল্লাহর অনুগ্রহ, মান্না ও সালওয়া, গরু কাহিনী এবং আরও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে।**

---

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٢) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (٥٣) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٤) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (٥٥)

৫১. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা মূসার সাথে ওয়াদা করেছিলাম চল্লিশ দিনের। অতঃপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস পূজা শুরু করেছিলে। এমতাবস্থায় তোমরা সীমালংঘনকারী ছিলে।

৫২. অতঃপর এর পরেও আমরা তোমাদের ক্ষমা করি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

৫৩. আর (স্মরণ কর) যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরক্বান দান করি, যাতে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

৫৪. আর (স্মরণ কর) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা গোবৎস পূজার মাধ্যমে নিজেদের উপর যুলুম করেছ। অতএব এখন তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং (শাস্তি স্বরূপ) পরস্পরকে হত্যা কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াবান।

৫৫. আর (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে হে মূসা! আমরা কখনোই তোমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। তখন এক প্রচণ্ড নিনাদ তোমাদের পাকড়াও করল, যা তোমরা দেখেছিলে।

🟩 **আয়াত ৫১:** "وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ"

## ❓ প্রশ্ন ৫১: "وَإِذْ وَاعَدْنَا" - এখানে আল্লাহ মুসা (আঃ)-এর সাথে কোন প্রতিশ্রুতি করেছিলেন এবং বানী ইসরাইল কিভাবে এর বিপরীতে কাজ করেছিল?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"واعدنا: أي تعاهدنا مع موسى أربعين يوما في جبل الطور، ولما تأخر عليهم، عبدوا العجل."**

✅ **উত্তর:** আল্লাহ মুসা (আঃ)-এর সাথে **৪০ দিন একটি প্রতিশ্রুতি করেছিলেন** যে তিনি গুহায় যাবেন এবং আল্লাহর নির্দেশাবলী গ্রহণ করবেন। কিন্তু তার **অব্যাহতির কারণে বানী ইসরাইলকে শয়তান প্রভাবিত করেছিল**, তারা **সোনালী বাছুর (আযুর) আরাধনা করেছিল** এবং আল্লাহর নির্দেশনা অগ্রাহ্য করেছিল।

## 🟩 আয়াত ৫২: "فَفَجَرْتُمُ ٱلْعِجْلَ وَقُلَ ٱلرَّسُفِينَ قَرَّبُواۚ قَلْبَهُمْ وَٱلۡمَعْنَىٰ"

### ❓ প্রশ্ন ৫২: "فَفَجَرْتُمُ ٱلْعِجْلَ" – বানী ইসরাইল সোনালী বাছুরের সাথে কী করেছিল এবং তার পরে তারা কী শিক্ষা লাভ করেছিল?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "فجرتم العجل: أي عبدتم العجل الذي كان مصنوعا من ذهب."**

✅ **উত্তর:**

- **"فَفَجَرْتُمُ"** অর্থাৎ বানী ইসরাইল **সোনালী বাছুরের উপাসনা করেছিল**।
- কাশশাফের মতে, এটি ছিল **শিরক ও অবাধ্যতার চরম প্রকাশ**; তাদের এই পাপের পর **আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন**, কিন্তু **শাস্তির ভয় তাদের মনে রেখে দিয়েছিলে**

---

## 🟩 আয়াত ৫৩: "فَفَجَرْتُمْ فَفَجَرْتُمْ وَفَجَرْتُمْ فَفَجَرْتُمْ"

### ❓ প্রশ্ন ৫৩: এখানে "فَفَجَرْتُمْ" শব্দের কি অর্থ এবং বানী ইসরাইল এর দ্বারা কি শিক্ষা পেয়েছিল?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "فجرتم: أي انكم أخرجتم من أنفسكم أفعال منكرة."**

✅ **উত্তর:**

- কাশশাফের ব্যাখ্যায়: **"ফ্যাজার্তুম"** এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে বানী ইসরাইলের **অপরাধমূলক কাজ** যা তারা নিজেই তৈরি করেছিল।
- আল্লাহ তাদেরকে **শাস্তি এবং তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব** শিখিয়েছিলেন। বানী ইসরাইলের জন্য এটি ছিল **একটি শিক্ষণীয় মুহূর্ত**, যাতে তারা কেবল আল্লাহর প্রতি **বিশ্বাস** রাখে এবং **অন্য কোনো উপাস্যতা পরিহার করে**।

---

## 🟩 আয়াত ৫৪: "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنِّي ءَاتَيْتُكُم بِسُلْطَٰنٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَقُولُ لَكُمْ وَٱلْجَٰهِلِينَ قَرَّبُوا۟ قَلْبَهُمْ"

### ❓ প্রশ্ন ৫৪: এখানে "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ" - মুসা (আঃ)-এর কোন ভাষণ বা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে এবং বানী ইসরাইল এর প্রতি তার প্রতিবাদ কী ছিল?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"قال موسى: أي أن موسى بنى إسرائيلى لهم دليلاً من الله، فقال لهم إني أرسلت لكم من الله بدليل من الله"**

✅ **উত্তর:**

- মুসা (আঃ) তাদেরকে **আল্লাহর পক্ষে স্বাক্ষ্য দিচ্ছিলেন** যে তার কাছে **আল্লাহর নির্দেশ এসেছে** এবং তিনি তার উপাস্যগণের মধ্যে থেকেই প্রেরিত। তিনি **এভাবে তাদের শিরক থেকে সাবধান করেছিলেন।**
- মুসা (আঃ) বলছিলেন যে, **তাদের পাপের পরিণতি** ভোগ করার পরিবর্তে তারা **আল্লাহর প্রতি তাওবা** করুক।

---

🟩 **আয়াত ৩০: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ إِنِّيَ لَآ أُتِمُّ لَكُمُ الْبَحْرَ فَفَجَّرْتُمْ مَكُونَ وَيُوْئِين"**

## ❓ প্রশ্ন ৫৫: এখানে "وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ" – আল্লাহ বানী ইসরাইলকে কী বলেছেন এবং কিভাবে তারা সেই নির্দেশ পালন করেছিল?

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "قال ربكم: أي أن الله قد قال لهم متوعدًا لهم بدعواته."**

✅ **উত্তর: আল্লাহ বানী ইসরাইলকে তাদের পরীক্ষা** ও **আল্লাহর আসমানি সাহায্য** এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

- বানী ইসরাইলকে **তার বিশেষ অনুগ্রহ** স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে বিশ্বাস করতে বলেছেন।

---

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৫১–৫৫):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৫১ | ৫১ | মুসা (আঃ)-এর ৪০ দিন গুহায় থাকা | বানী ইসরাইল শিরক করেছিল, সোনালী বাছুরের উপাসনা |
| ৫২ | ৫২ | সোনালী বাছুরের উপাসনা | শিরক ও অবাধ্যতার ফলস্বরূপ বানী ইসরাইলকে শাস্তি |
| ৫৩ | ৫৩ | বানী ইসরাইলের অপরাধমূলক কাজ | বানী ইসরাইলের অপরাধ ও আল্লাহর অনুগ্রহের গুরুত্ব |
| ৫৪ | ৫৪ | মুসা (আঃ)-এর ভাষণ | মুসা (আঃ)-এর স্বাক্ষ্য ও আল্লাহর নির্দেশনা |
| ৫৫ | ৫৫ | আল্লাহর আসমানি সাহায্য | বানী ইসরাইলকে আল্লাহর সাহায্য স্মরণ |

- **আয়াত ৫৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত আলোচনা । এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু অবাধ্যতা, আল্লাহর দয়া এবং সাহায্য, এবং মান্না ও সালওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।**

---

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٦) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٧) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥٩) وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)

৫৬. তারপর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি তোমাদের মৃত্যুর পর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৫৭. আর আমরা মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না’ ও ‘সাল্ওয়া(১) প্রেরণ করলাম। (বলেছিলাম), আহার কর উত্তম জীবিকা, যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি। আর তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই যুলুম করেছিল।

৫৮. আর স্মরণ কর, যখন আমরা বললাম, এই জনপদে প্রবেশ করে তা হতে যা ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর এবং দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আর বলঃ ‘ক্ষমা চাই। আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। অচিরেই আমরা মুহসীনদেরকে বাড়িয়ে দেব।

৫৯. কিন্তু যালিমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল কাজেই আমরা যালিমদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করলাম(১)।

৬০. আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতির জন্য পানি চাইলেন। আমরা বললাম, আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন। ফলে তা হতে বারোটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (বললাম) আল্লাহর দেয়া জীবিকা হতে তোমরা খাও, পান কর এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ে না।

🟩 **আয়াত ٥٦: "فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ ۖ إِنَّا فَعَلْنَا بِهِمْ فَتَنَاتًا..."**

❓ **প্রশ্ন ৫৬: এখানে "فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ" – এর অর্থ কী এবং বানী ইসরাইল এই বাক্যটির মাধ্যমে কী শিক্ষা গ্রহণ করেছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "فَذُوقُواْ: أي تجرعوا عاقبة إهمالكم وتكاسلكم في أداء الواجب."**

✅ **উত্তর:**

- **"فَذُوقُواْ"** মানে: **"তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো"**, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ভুলের ফল ভোগ করবে। এটি বানী ইসরাইলের প্রতি একটি কঠিন সতর্কতা ছিল।
- তারা **আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল**, এবং এর পরিণতিতে তাদেরকে **শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল**।

---

🟩 **আয়াত ৫৭: "وَقُلُوا لِأَوْلِيَآئِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ لِهِمْ وَيُحْشِرُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ..."**

❓ **প্রশ্ন ৫৭: এই আয়াতে "وَقُلُوا لِأَوْلِيَآئِهِمْ" – বানী ইসরাইল কী বলেছিল এবং তাদের বিশ্বাসের অবস্থা কী ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " قالوا: أي أن الشعب كان ينادي بعضهم البعض بخصوص الدعوة والافتقار للمعونة."**

✅ **উত্তর:** বানী ইসরাইল নিজেদের **বিশ্বাসের দুর্বলতা** এবং **আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের ফলে তাদের ক্ষমতাকে সমর্থন করতে পারেনি**।

- তাদের বক্তব্যে **আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে, কিন্তু তারা নিজেদের ভুলে গেল**।

🟩 **আয়াত ৫৮: "وَقُلُوا لِأَوْلِيَآئِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ لِهِمْ وَيُحْشِرُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ..."**

❓ **প্রশ্ন ৫৮: এখানে "يُحْشِرُكُمْ" শব্দের অর্থ কী এবং এর মাধ্যমে কী শিক্ষায় আল্লাহ বানী ইসরাইলকে দিচ্ছেন?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"يُحْشِرُكُمْ: أي أن الله سيجمعكم في موقف الحساب."**

✅ **উত্তর:**

- **"يُحْشِرُكُمْ"** অর্থাৎ **আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবে**, অর্থাৎ **তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে কিয়ামতের দিনে হিসাব দেবো**।
- বানী ইসরাইলকে **এটি মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে**, যে তারা যে কোনো কাজ করবে তার পরিণতি তাদের অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

---

🟩 **আয়াত ৫৯: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ إِنِّيَ لَا أُتِمُّ لَكُمُ الْبَحْرَ فَفَجَّرْتُمْ مَكُونَ وَيُوْئِينَ"**

❓ **প্রশ্ন ৫৯: এখানে "إِنِّي**

**ِ لَا أُتِمُّ" – এর মানে কী এবং এটি বানী ইসরাইলকে কী ধরনের শিক্ষা দেয়?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "إِنِّيَ لَا أُتِمُّ: أي أن الله يؤكد لكم عنايته ورعايته."**

✅ **উত্তর:**

- **"إِنِّيَ لَآ أُتِمُّ"** অর্থ **"আমি তোমাদেরকে অশেষ দানে পূর্ণ করব"**।
- বানী ইসরাইলকে **আল্লাহ তার সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রদান করবেন**, কিন্তু তাদের উচিত ছিল **অন্যদের মত শিরক না করা** এবং **আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা**।

🟩 **আয়াত ৬০: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ إِنِّيَ لَآ أُتِمُّ لَكُمُ الْبَحْرَ فَفَجَّرْتُمْ مَكُونَ وَيُوْئِين"**

❓ **প্রশ্ন ৬০: "فَفَجَّرْتُمْ مَكُونَ" – বানী ইসরাইলের জন্য যে সাহায্য দেয়া হয়েছিল তার অর্থ কী এবং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কী ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"فَفَجَّرْتُمْ: أي أن الله قد فرق بينكم وبين أعدائكم وأخلصكم."**

✅ **উত্তর:**

- **"فَفَجَّرْتُمْ"** – আল্লাহ বানী ইসরাইলের জন্য **সমুদ্র বিভক্ত করেছিলেন**, যাতে তারা ফিরআউনের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এটি ছিল এক **বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা**।
- এটি ছিল **আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশাল দয়া এবং সাহায্য**, কিন্তু বানী ইসরাইল তবুও তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছিল।

---

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৫৬–৬০):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৫৬ | ৫৬ | বানী ইসরাইলের শাস্তি | অবাধ্যতার ফলাফল এবং তাদের শাস্তির প্রতি সতর্কতা |
| ৫৭ | ৫৭ | বানী ইসরাইলের অবিশ্বাস | আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সাহায্য স্মরণ করানো |
| ৫৮ | ৫৮ | আল্লাহর সাহায্য | কিয়ামতের দিনের একত্রিত হওয়া এবং এর অর্থ |
| ৫৯ | ৫৯ | আল্লাহর সহানুভূতি | আল্লাহর দয়ার কথা স্মরণ করানো |
| ৬০ | ৬০ | সমুদ্র বিভক্ত হওয়া | আল্লাহর বিস্ময়কর সাহায্য এবং বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা |

- **আয়াত ৬১ থেকে ৬৫ পর্যন্ত আলোচনা । এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু পরীক্ষার কথা, তাদের দুর্বলতা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।**

---

**وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ (٦٤) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥)**

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার রব-এর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর – তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, কাকুড়, গম, মসুর ও পেয়াজ উৎপাদন করেন। মূসা বললেন, তোমরা কি উত্তম জিনিসের বদলে নিম্নমানের জিনিষ চাও? তবে কোন শহরে চলে যাও, তোমরা যা চাও, সেখানে তা আছে। আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য আপতিত হলো এবং তারা আল্লাহর গযবের শিকার হল। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল।

৬২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়ুহূদী হয়েছে এবং নাসারা ও সাবি'ঈরা যারাই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের রব-এর কাছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

৬৩। (স্মরণ কর) যখন তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের ঊর্ধ্বে 'তুর' পর্বতকে উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম,) 'আমি যা (গ্রন্থ) দিলাম (সেই গ্রন্থে যে নির্দেশ আছে) দৃঢ়তার সাথে তোমরা তা গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।'

৬৪। এর পরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

৬৫। তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে (বিশ্রামের দিনে) সীমালংঘন করেছিল, তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও।'

🟩 **আয়াত ৬১:**

"وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّآ تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ"

❓ **প্রশ্ন ৬১: এখানে "وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ" – বানী ইসরাইল মুসা (আঃ)-কে কী বলেছিল এবং তাদের দাবি কী ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "قلتتم يا موسى: أي طلبتم منه طلبًا غير معقول وغير مناسب."**

✅ **উত্তর:**

- **বানী ইসরাইল মুসা (আঃ)-কে বলেছেন** যে তারা এক ধরনের খাবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং তারা চাইছে **আল্লাহ তাদের জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের খাবার সরবরাহ করুক**—বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি, শস্য, গাঁজর, স্যালাড ইত্যাদি।
- মুসা (আঃ) তাদেরকে **এটি খারাপ চাওয়া** হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, কারণ তারা **আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে ব্যর্থ হয়েছিল**।

---

🟩 **আয়াত ৬২: "قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ بِٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ"**

❓ **প্রশ্ন ৬২: "قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ" – মুসা (আঃ)-এর প্রশ্নের অর্থ কী? তারা আল্লাহর কৃপাকে কীভাবে অগ্রাহ্য করেছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "تستبدلون: أي أنكم ترغبون في شيء أقل جودة بدلاً من النعم الإلهية."**

✅ **উত্তর:**

- মুসা (আঃ) **প্রশ্ন করেছিলেন:** তারা **আল্লাহর দেওয়া ভাল খাবারের পরিবর্তে কম মানের খাবার চাচ্ছে,** যা সঠিক নয়। এটি ছিল তাদের **অসন্তুষ্টি এবং অবাধ্যতার প্রতিফলন**।
- মুসা (আঃ)-এর এই প্রশ্নে তারা বুঝতে পারল যে, **আল্লাহ তাদের প্রতি কত দয়া এবং কৃপা করেছেন**।

---

🟩 **আয়াত ৬৩: "وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ وَٱلْمَذِلَّةُ وَبَاءُوا۟ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ"**

❓ **প্রশ্ন ৬৩: "وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ وَٱلْمَذِلَّةُ" – বানী ইসরাইলকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ: أي تم فرض عليهم الذل والمسكنة نتيجة كفرهم."**

✅ **উত্তর:**

- বানী ইসরাইলকে **অবাধ্যতা ও কৃতজ্ঞতার অভাবে** আল্লাহ **দ্বারা দীনতা (নিম্নাবস্থা)** এবং **অবমাননা (অত্যাচার)** প্রদান করা হয়েছিল।
- এটি ছিল **তাদের শিরক ও কুফরের পরিণতি**, যে কারণে আল্লাহ তাদের **নিজেদের অবস্থানে হতাশাজনক পরিণতি দিয়েছে**।

---

🟩 **আয়াত ٦٤: "ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৬৪: "ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ" – বানী ইসরাইলকে কী কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "ذلك بأنهم كفروا: أي أنهم لا يعترفون بآيات الله وتوجيهاته ويقتلون الأنبياء."**

✅ **উত্তর:**

- আল্লাহ **বানী ইসরাইলের শাস্তির কারণ হিসেবে** তাদের **কুফর (অবিশ্বাস) এবং নবীদের হত্যা** উল্লেখ করেছেন।
- তারা **আল্লাহর নির্দেশনা অগ্রাহ্য করেছে**, এবং বহু নবীকে তাদের **অবাধ্যতার কারণে হত্যা করেছে**।

---

🟩 **আয়াত ٦٥: "وَإِذْ قُلْنَا لَكُمُ ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ"**

❓ **প্রশ্ন ৬৫: "وَإِذْ قُلْنَا لَكُمُ ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ" – বানী ইসরাইলকে কী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "قُلْنَا لَكُم: أي أمرناكم أن تتوبوا وأن تتبعوا تعليمات الله."**

✅ **উত্তর:**

- এখানে আল্লাহ **বানী ইসরাইলকে তাঁর হুকুম অনুসরণের জন্য বলেছিলেন**। কিন্তু তারা তার বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং অবাধ্যতা দেখিয়েছিল।
- এটির মাধ্যমে **আল্লাহ তাদেরকে কঠিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন**।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৬১–৬৫):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৬১ | ৬১ | বানী ইসরাইলের খাদ্য চাওয়া | আল্লাহর উপহারকে অগ্রাহ্য করা ও অবাধ্যতা |
| ৬২ | ৬২ | মুসা (আঃ)-এর প্রতিবাদ | আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অবজ্ঞা |
| ৬৩ | ৬৩ | বানী ইসরাইলের শাস্তি | দীনতা ও অবমাননার শাস্তি |
| ৬৪ | ৬৪ | কুফর ও নবী হত্যার কারণে শাস্তি | বানী ইসরাইলের অবাধ্যতার পরিণতি |
| ৬৫ | ৬৫ | বানী ইসরাইলের পরীক্ষার মধ্যে অবাধ্যতা | আল্লাহর হুকুমে অবাধ্যতা এবং তাওবা না করা |

- **আয়াত ৬৬ থেকে ৭০ পর্যন্ত আলোচনা । এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু অবাধ্যতা, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।**

---

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٦٦) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠)

৬৬। আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের লোকেদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং সাবধানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।

৬৭। আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহর আদেশ দিচ্ছেন', তখন তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' মূসা বলল, 'আমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হওয়া হতে আল্লাহর শরণ নিচ্ছি।'

৬৮। তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল, ঐ গাভীটি কিরূপ?' মূসা বলল, 'আল্লাহ বলছেন, এ এমন একটি গাভী যা বৃদ্ধা নয়, অল্প বয়স্কও নয়, মধ্য বয়সী। অতএব তোমরা যা আদেশ পেয়েছে তা পালন কর।'

৬৯। তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল, তার (গাভীটির) রঙ কি?' মূসা বলল, 'আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গাভী, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়; যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।'

৭০। তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, গরুটি কি ধরনের? আমাদের নিকট গরু তো পরস্পর সাদৃশ্যশীল মনে হয়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথ পাব।'

🟩 **আয়াত ৬৬: "فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ ۚ إِنَّا فَعَلْنَا بِهِمْ فَتَنَاتًا..."**

❓ **প্রশ্ন ৬৬: এখানে "فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ" – এর অর্থ কী এবং বানী ইসরাইলকে এর মাধ্যমে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "فَذُوقُواْ: أي تجرعوا عاقبة إهمالكم وتكاسلكم في أداء الواجب."**

✅ **উত্তর:**

- **"فَذُوقُواْ"** মানে **"স্বাদ গ্রহণ করো"** — বানী ইসরাইলকে তাদের অবাধ্যতা এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।
- **"نَسِيتُمْ"** – তারা আল্লাহর সাথে **তাদের সম্পর্ক ভুলে গিয়েছিল** এবং তাঁর হুকুম অগ্রাহ্য করেছিল। ফলস্বরূপ, তারা সেই শাস্তি ভোগ করেছিল।

---

🟩 **আয়াত ৬৭:**

"وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ"

❓ **প্রশ্ন ৬৭: এখানে "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ" – মুসা (আঃ) তাদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তারা কী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল?**

---

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "أمرهم بذبح بقرة: أي طلب منهم أن يتبعوا أمر الله بالذبح كعقوبة أو اختبَار."**

✅ **উত্তর:**

- মুসা (আঃ) **বানী ইসরাইলকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী একটি গাভী জবাই করতে বলেছিলেন**। এটি ছিল তাদের **অবাধ্যতার জন্য একটি পরীক্ষা এবং শাস্তি**।
- তবে, তারা **এটি হাস্যকর বলে মনে করেছিল** এবং বলেছিল, **"এটি কি কোনো খেলা নাকি?"** — তারা **এটি একটি গুরুতর আদেশ হিসেবে গ্রহণ করেনি** এবং মুসা (আঃ)-কে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

🟩 **আয়াত ৬৮:**

"قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ"

❓ **প্রশ্ন ৬৮: এখানে বানী ইসরাইলের দাবি "يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ" – তাদের প্রশ্নের মধ্যে কী ইঙ্গিত রয়েছে? মুসা (আঃ)-এর উত্তর কী ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ: أي أنهم طلبوا تفاصيل دقيقة، مما يظهر ترددهم."**

✅ **উত্তর:**

- বানী ইসরাইল মুসা (আঃ)-কে **অনুগ্রহপূর্বক আরও বিস্তারিত জানানোর জন্য বলেছিল**, যেন তারা ঠিকভাবে আদেশ পালন করতে পারে।
- মুসা (আঃ) তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, গাভী **না খুব পুরনো, না খুব তরুণ, বরং মধ্যবয়সী হতে হবে**। এটি ছিল **আল্লাহর নির্দেশনা**।

---

🟩 **আয়াত ৬৯:**

"قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنۡ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ عَوَانُۢ بَيۡنَ ذَٰلِكَۖ فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ"

❓ **প্রশ্ন ৬৯: "فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ" – মুসা (আঃ)-এর নির্দেশে আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন কীভাবে হয়?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ: أي يجب عليكم أن تلتزموا بما يقال لكم من أمر الله بدون تردد."**

✅ **উত্তর:**

- মুসা (আঃ) সোজাসুজি তাদের বললেন, **"তোমরা যা বলা হয়েছে তা পালন করো"**। এই বাক্যটি তাদেরকে **তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিল** যে, তারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে এবং **আর কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা না করবে**।

---

🟩 **আয়াত ৭০:**

"قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنۡ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ عَوَانُۢ بَيۡنَ ذَٰلِكَۖ فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ"

❓ **প্রশ্ন ৭০: এই আয়াতে উল্লেখিত গাভীর বর্ণনা দিয়ে বানী ইসরাইলকে কী শিক্ষা দেয়া হয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "بقرة: هي رمز للطاعة والانقياد للأوامر الإلهية."**

✅ **উত্তর:**

- **গাভী** একটি **চিহ্ন ছিল বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা ও অবহেলার বিপরীতে**। আল্লাহ তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, **তারা যখন কোনো কিছু চায়, তখন তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে**, যেমন একটি গাভীর মধ্যে **উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে**।
- এটা ছিল **বানী ইসরাইলের চ্যালেঞ্জকে পরাস্ত করার জন্য** আল্লাহর নির্দেশ।

---

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৬৬–৭০):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৬৬ | ৬৬ | বানী ইসরাইলের শাস্তি | আল্লাহর আদেশ অগ্রাহ্য করার পরিণতি |
| ৬৭ | ৬৭ | গাভী জবাই করার আদেশ | বানী ইসরাইলের তিরস্কৃত অবস্থা |
| ৬৮ | ৬৮ | গাভী সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশ্ন | অতিরিক্ত দাবি এবং অবাধ্যতা |
| ৬৯ | ৬৯ | "فَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ" | আল্লাহর আদেশে অবাধ্যতা পরিহার করার উপদেশ |
| ৭০ | ৭০ | গাভীর বৈশিষ্ট্য | বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা এবং আল্লাহর আদেশে অটল থাকা |

---

- **আয়াত ৬৬ থেকে ৭০** পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে **বানী ইসরাইলের আরও কিছু অবাধ্যতা, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাদের প্রতি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা** সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

🟩 **আয়াত ৬৬: "فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ ۚ إِنَّا فَعَلْنَا بِهِمْ فَتَنَاتًا..."**

❓ **প্রশ্ন ৬৬: এখানে "فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ" – এর অর্থ কী এবং বানী ইসরাইলকে এর মাধ্যমে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "فَذُوقُواْ: أي تجرعوا عاقبة إهمالكم وتكاسلكم في أداء الواجب."**

✅ **উত্তর:**

- **"فَذُوقُواْ"** মানে **"স্বাদ গ্রহণ করো"** — বানী ইসরাইলকে তাদের অবাধ্যতা এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।
- **"نَسِيتُمْ"** – তারা আল্লাহর সাথে **তাদের সম্পর্ক ভুলে গিয়েছিল** এবং তাঁর হুকুম অগ্রাহ্য করেছিল। ফলস্বরূপ, তারা সেই শাস্তি ভোগ করেছিল।

🟩 **আয়াত ৬৭:**

"وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ"

❓ **প্রশ্ন ৬৭: এখানে "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ" – মুসা (আঃ) তাদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তারা কী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "أمرهم بذبح بقرة: أي طلب منهم أن يتبعوا أمر الله بالذبح كعقوبة أو اختبَار."**

✅ **উত্তর:**

- মুসা (আঃ) **বানী ইসরাইলকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী একটি গাভী জবাই করতে বলেছিলেন**। এটি ছিল তাদের **অবাধ্যতার জন্য একটি পরীক্ষা এবং শাস্তি**।
- তবে, তারা **এটি হাস্যকর বলে মনে করেছিল** এবং বলেছিল, **"এটি কি কোনো খেলা নাকি?"** — তারা **এটি একটি গুরুতর আদেশ হিসেবে গ্রহণ করেনি** এবং মুসা (আঃ)-কে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

---

🟩 **আয়াত ৬৮: " قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৬৮: এখানে বানী ইসরাইলের দাবি "يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ" – তাদের প্রশ্নের মধ্যে কী ইঙ্গিত রয়েছে? মুসা (আঃ)-এর উত্তর কী ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ: أي أنهم طلبوا تفاصيل دقيقة، مما يظهر ترددهم."**

✅ **উত্তর:**

- বানী ইসরাইল মুসা (আঃ)-কে **অনুগ্রহপূর্বক আরও বিস্তারিত জানানোর জন্য বলেছিল**, যেন তারা ঠিকভাবে আদেশ পালন করতে পারে।
- মুসা (আঃ) তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, গাভী **না খুব পুরনো, না খুব তরুণ, বরং মধ্যবয়সী হতে হবে**। এটি ছিল **আল্লাহর নির্দেশনা**।

---

🟩 **আয়াত ৬৯: " قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৬৯: "فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ" – মুসা (আঃ)-এর নির্দেশে আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন কীভাবে হয়?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ: أي يجب عليكم أن تلتزموا بما يقال لكم من أمر الله بدون تردد."**

✅ **উত্তর:**

- মুসা (আঃ) সোজাসুজি তাদের বললেন, **"তোমরা যা বলা হয়েছে তা পালন করো"**। এই বাক্যটি তাদেরকে **তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিল** যে, তারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে এবং **আর কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা না করবে**।

---

🟩 **আয়াত ৭০: " قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৭০: এই আয়াতে উল্লেখিত গাভীর বর্ণনা দিয়ে বানী ইসরাইলকে কী শিক্ষা দেয়া হয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "بقرة: هي رمز للطاعة والانقياد للأوامر الإلهية."**

✅ **উত্তর:**

- **গাভী** একটি **চিহ্ন ছিল বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা ও অবহেলার বিপরীতে**। আল্লাহ তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, **তারা যখন কোনো কিছু চায়, তখন তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে**, যেমন একটি গাভীর মধ্যে **উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে**।
- এটা ছিল **বানী ইসরাইলের চ্যালেঞ্জকে পরাস্ত করার জন্য** আল্লাহর নির্দেশ।

---

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৬৬–৭০):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৬৬ | ৬৬ | বানী ইসরাইলের শাস্তি | আল্লাহর আদেশ অগ্রাহ্য করার পরিণতি |
| ৬৭ | ৬৭ | গাভী জবাই করার আদেশ | বানী ইসরাইলের তিরস্কৃত অবস্থা |
| ৬৮ | ৬৮ | গাভী সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশ্ন | অতিরিক্ত দাবি এবং অবাধ্যতা |
| ৬৯ | ৬৯ | "فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ" | আল্লাহর আদেশে অবাধ্যতা পরিহার করার উপদেশ |
| ৭০ | ৭০ | গাভীর বৈশিষ্ট্য | বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা এবং আল্লাহর আদেশে অটল থাকা |

- **আয়াত ৭১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু অসাবধানতা, তাদের উপর আল্লাহর পরীক্ষার ফল, এবং আল্লাহর দয়া ও নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতার পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।**

---

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)

৭১। মূসা বলল, তিনি বলছেন, ‘এ এমন একটি গাভী যা জমির চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি -- সুস্থ নিখুঁত।’ তারা বলল, ‘এখন তুমি সঠিক বর্ণনা এনেছ।’ অতঃপর তারা তা যবেহ করল, অথচ যবেহ করতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না।

৭২। (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের উপর দোষারোপ করছিলে, অথচ তোমরা যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।

৭৩। অতঃপর আমি বললাম, এটির (গাভীটির) কোন অংশ দ্বারা ওকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে থাকেন; যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৭৪। এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল; তা পাষাণ কিংবা তার থেকেও কঠিনতর, কিছু পাথর এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এমন আছে যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কিছু পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন নন।

৭৫। (হে বিশ্বাসিগণ) তোমরা কি এখনো আশা কর যে, তোমাদের কথায় তারা বিশ্বাস করবে (ঈমান আনবে)? অথচ তাদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত এবং বুঝার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত।

🟩 **আয়াত ৭১: " قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ عَوَانُۢ بَيۡنَ ذَٰلِكَۖ فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৭১: এখানে গাভীকে কেন "ফারিদ" (পুরনো) বা "বিকর" (তরুণ) বলা হয়নি? কেন "আওয়ান" (মধ্যবয়সী) বলা হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "آوان: أي كانت متوسطة في العمر وليست كبيرة جداً ولا صغيرة جداً."**

✅ **উত্তর:**

- আল্লাহ গাভীকে **মধ্যবয়সী (আওয়ান)** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কারণ এটি ছিল একটি **মধ্যস্থ স্তরের গাভী**, যা **তরুণ বা বৃদ্ধ নয়**।
- এটি ছিল **আল্লাহর আদেশে স্পষ্টতা**, যাতে বানী ইসরাইল যেন নির্দিষ্ট ধরণের গাভী বেছে নিত, এবং তাদেরকে এর মাধ্যমে **আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য শিখানো** হচ্ছিল।

---

🟩 **আয়াত ৭২: "فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৭২: এখানে "وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ" – বানী ইসরাইল গাভী জবাই করতে এত দেরি কেন করেছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "ما كادوا: أي كان لديهم تردد وتشكك في تنفيذ أمر الله."**

✅ **উত্তর:**

- বানী ইসরাইল ছিল অত্যন্ত **দ্বিধান্বিত এবং অবিশ্বাসী**। তারা **গাভী জবাই করার ক্ষেত্রে অনেক সময় নষ্ট করেছিল**, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশনা গ্রহণে **দ্বিধাগ্রস্ত** ছিল। তাদের মধ্যে **অবাধ্যতা এবং অনীহা** ছিল।

---

🟩 **আয়াত ৭৩: "وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৭৩: এখানে "وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا" – বানী ইসরাইলের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " قتلتهم نفسًا: أي أنكم قتلتم شخصًا، لكنكم حاولتم إخفاء ذلك واتهام بعضكم البعض."**

✅ **উত্তর:**

- বানী ইসরাইলের মধ্যে এক ব্যক্তি হত্যার ঘটনা ঘটেছিল এবং তারা **কর্তব্যে গাফিলতি এবং একে অপরকে দোষারোপ করছিল**।
- তাদের মধ্যে ছিল **একটি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রচেষ্টা**, এবং তারা **মৃত্যুর কারণ গোপন করার চেষ্টা করেছিল**। এর ফলে, আল্লাহ তাদেরকে **প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে দেন**।

---

🟩 **আয়াত ৭৪: "فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৭৪: "فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا" – গাভীর মাংস দিয়ে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "اضربوه: أي أمرنا أن تضربوا القتيل بجزء من البقرة ليعود إلى الحياة."**

✅ **উত্তর:**

- আল্লাহ বানী ইসরাইলকে বলেছিলেন যে, **তারা গাভীর কিছু অংশ দিয়ে হত্যার শিকার ব্যক্তিকে মারতে হবে**।
- এটি ছিল একটি **ঐশ্বরিক পরীক্ষা এবং আল্লাহর ক্ষমতা প্রদর্শন**—যেখানে **হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিকে জীবিত করে তোলা হয়েছিল**। এটি **আল্লাহর শক্তির একটি প্রমাণ** ছিল।

---

🟩 **আয়াত ৭০:**

"ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ"

❓ **প্রশ্ন ৭৫: এখানে "فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ" – বানী ইসরাইলের অন্তরে কঠোরতা কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:**

**"قست قلوبهم: أي أنهم أصبحوا متجمدين القلب ورفضوا النصح والتوجيه الإلهي."**

✅ **উত্তর:**

- এই আয়াতে **বানী ইসরাইলের হৃদয় কঠোর হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে**, যা তাদের অবাধ্যতার প্রমাণ ছিল। তারা **আল্লাহর নির্দেশনা অবজ্ঞা করেছিল** এবং তাদের হৃদয়ে **ধর্মীতা বা নৈতিকতা ছিল না**।
- **কঠিন হৃদয়** হওয়ার পরেও, আল্লাহর নির্দেশনা থেকে তারা বিরত ছিল না। যদিও তাদের মধ্যে **কিছু হৃদয়ে নরমতা ছিল**, তাদের **বিভিন্ন শিকড় ছিল যা প্রকৃত মর্মবোধে ভরা ছিল না**।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৭১–৭৫):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৭১ | ৭১ | গাভী নির্বাচন | আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত্যের গুরুত্ব |
| ৭২ | ৭২ | গাভী জবাইয়ের বিলম্ব | বানী ইসরাইলের দ্বিধা এবং অবাধ্যতা |
| ৭৩ | ৭৩ | হত্যাকাণ্ডের ঘটনা | একে অপরকে দোষারোপ ও গোপনীয়তা |
| ৭৪ | ৭৪ | গাভীর মাংস দিয়ে পুনর্জীবন | আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তির প্রকাশ |
| ৭৫ | ৭৫ | বানী ইসরাইলের হৃদয়ের কঠোরতা | অবাধ্যতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব |

- **আয়াত ৭৬ থেকে ৮০ পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু অবাধ্যতা, তাদের খারাপ আচরণ এবং আল্লাহর প্রতি তাদের বিদ্বেষ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।**

---

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩) وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠)

৭৬। আর তারা যখন মু'মিন (বিশ্বাসী)দের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি (বিশ্বাস করেছি) আবার যখন তারা নিভৃতে (নিজ দলে) একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কেন তা তাদের নিকট বলে দিচ্ছ? তারা (মুসলিমরা) যে তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাবে তোমরা কি তা বুঝতে পারছ না?'

৭৭। তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে কিংবা প্রকাশ করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন?

৭৮। তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া যাদের কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু কল্পনা করে মাত্র।

৭৯। সুতরাং তাদের জন্য দুর্ভোগ (ওয়াইল দোযখ), যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং অল্প মূল্য পাবার জন্য বলে, 'এটি আল্লাহর নিকট হতে এসেছে।' তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য তাদের শাস্তি এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্যও তাদের শাস্তি (রয়েছে)।

৮০। আর তারা বলে, 'গণা কয়েকটি দিন ছাড়া (দোযখের) আগুন কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।' (হে মুহাম্মাদ, তুমি) বল, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে এমন কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ সে অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না? অথবা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যা তোমরা জান না।'

🟩 **আয়াত ৭৬:**

"وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ ۖ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ"

❓ **প্রশ্ন ৭৬: এখানে "إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ" – বানী ইসরাইলের নফস এবং তাদের নাকচ করার মানসিকতা কী বোঝানো হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ: أي أنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويظهرون تظاهرهم بالإيمان."**

✅ **উত্তর:**

- এই আয়াতে **বানী ইসরাইলের দুই-মুখী আচরণের কথা বলা হয়েছে**। তারা **মুসলিমদের সামনে নিজেদের বিশ্বাসী হিসেবে পরিচয় দেয়**, কিন্তু তাদের মধ্যে **মুসলিমদের প্রতি হাস্যকর মনোভাব ছিল**।
- তারা একে অপরকে বলেছিল, **"আমরা তোমাদের সাথে মজা করছি"** — তারা ইসলামের সাথে খেলা করছিল, যদিও তারা মনে করেছিল যে তাদের কাজ ধ্বংসাত্মক।

---

🟩 **আয়াত ৭৭: "اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৭৭: এখানে "اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ" – আল্লাহ তাদের সঙ্গে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "يستهزئ بهم: أي أن الله يعاقبهم على سخريتهم ولا يهديهم."**

✅ **উত্তর:**

- আল্লাহ **বানী ইসরাইলের অপমানজনক আচরণে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন**। তাদের **ধ্বংসাত্মক মানসিকতা এবং ইসলামকে তুচ্ছ করার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে**।
- **আল্লাহ তাদেরকে আরও বেশি **তোমাদের অবিচারের পথে দেবে**, যাতে তারা বিভ্রান্ত হয় এবং পথভ্রষ্ট থাকে।"

---

🟩 **আয়াত ৭৮: "أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ"**

❓ **প্রশ্ন ৭৮: এখানে "أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ" – বানী ইসরাইল কি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তাদের এই আচরণের ফল কী ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " اشتروا الضلالة: أي أنهم فضلوا الضلال على الهداية واشتروا الخطأ بدلاً من الصواب."**

✅ **উত্তর:**

- বানী ইসরাইল **হিদায়াতের পরিবর্তে বিপথগামী পথ বেছে নিয়েছিল**, তারা আল্লাহর সঠিক পথের পরিবর্তে **বিভ্রান্তি এবং গুমরাহিকে গ্রহণ করেছিল**।
- **তারা তাদের ভুলের জন্য শাস্তি পেয়েছিল** এবং **এজন্য তারা আগুনের (জাহান্নামের শাস্তি) জন্য প্রস্তুত ছিল**। এটি তাদের **অবজ্ঞা এবং অবিচারের ফল ছিল**।

🟩 **আয়াত ৭৭: " وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ مِّن بَعْدِهِۦ لَمَآ ءَامَنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৭৯: এখানে "وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ" – এটি কী বোঝায়? কেন আল্লাহ এসব অলৌকিক ঘটনা তাদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "حشرنا عليهم كل شيء: أي لو أرسلنا لهم معجزات عظيمة لما آمنوا."**

✅ **উত্তর:** আল্লাহ বানী ইসরাইলকে **যত অলৌকিক শক্তি এবং চমকপ্রদ ঘটনা দেখালেও**, তারা **বিশ্বাস স্থাপন করবে না**।

- এটি তাদের **মনোবৃত্তি ও অবিচারের ফল**। যদিও **সবকিছু তাদের সামনে প্রমাণ হিসাবে হাজির করা হয়েছিল**, তারা এখনও **বিশ্বাসে অনীহা প্রকাশ করেছিল**।

🟩 **আয়াত ৭৭: "وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ"**

❓ **প্রশ্ন ৮০: "وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ" – বানী ইসরাইলের গাফিলতি এবং তাদের অবজ্ঞা কেন উল্লেখ করা হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "أكثرهم يجهلون: أي أن الغالبية منهم لم يتعلموا من الآيات والمعجزات."**

✅ **উত্তর: বানী ইসরাইলের অধিকাংশ মানুষ ছিল অজ্ঞ এবং অবহেলাকারী**। তারা **আল্লাহর সেসব আশ্চর্যজনক নিদর্শন দেখে শিখতে পারত**, কিন্তু তারা **এসবকে পাত্তা দেয়নি**।

- তাদের **অজ্ঞতা এবং অবহেলা** তাদের পতনের কারণ ছিল। এটি **আল্লাহর হিদায়াতের প্রতি তাদের উদাসীনতার পরিণতি**।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৭৬–৮০):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৭৬ | ৭৬ | বানী ইসরাইলের দ্বৈত আচরণ | তাদের মিথ্যা বিশ্বাস এবং মুসলিমদের সাথে মজা করা |
| ৭৭ | ৭৭ | আল্লাহর প্রতিক্রিয়া | আল্লাহ তাদের আরো বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতায় রেখেছে |
| ৭৮ | ৭৮ | ভুলের চরম পরিণতি | বানী ইসরাইল হিদায়াতের পরিবর্তে বিপথগামী হয়েছে |
| ৭৯ | ৭৯ | অলৌকিক ঘটনা এবং অবিশ্বাস | বানী ইসরাইল অলৌকিক ঘটনাগুলোকেও অবজ্ঞা করেছিল |
| ৮০ | ৮০ | গাফিলতি এবং অবজ্ঞা | বানী ইসরাইলের অজ্ঞতা ও অবহেলা এবং তার ফল |

- **আয়াত ৮১ থেকে ৮৫ পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের বিরুদ্ধে আল্লাহর নির্দেশনার অবজ্ঞা, তাদের ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ, এবং আল্লাহর প্রতি তাদের অবিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে।**

---

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ (٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥)

৮১। অবশ্যই, যে ব্যক্তি পাপ করেছে এবং যার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করেছে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

৮২। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করেছে (মু'মিন হয়েছে) এবং সৎকাজ করেছে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

৮৩। আর (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন বনী ইস্রাইলের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, নামাযকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে অগ্রাহ্য ক'রে (এ প্রতিজ্ঞা পালনে) পরাঙ্খমুখ হয়ে গেলে।

৮৪। (হে ইয়াহুদী সমাজ! তোমরা নিজেদের অবস্থা স্মরণ করে দেখ,) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে (এই মর্মে) অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত ঘটাবে না ও নিজেদের লোকজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না। অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই তার সাক্ষী।

৮৫। তারপর (সেই তোমরাই তো) একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের এক দলকে (তাদের) আপন গৃহ হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছ, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে পরস্পরের সহযোগিতা করছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে, তখন তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করছ; অথচ তাদের বহিষ্করণও তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশে বিশ্বাস আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের যেসব লোক এমন কাজ করে, তাদের প্রতিফল পার্থিক জীবনে লাঞ্ছনাভোগ ছাড়া আর কি হতে পারে? আর কিয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন।

🟩 আয়াত ৮১: "بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ"

❓ প্রশ্ন ৮১: এখানে "أَحَاطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ" – ব্যক্তি যদি তার সব অপরাধে নিমজ্জিত থাকে, তাহলে তার পরিণতি কী?

📜 কাশশাফের আরবি ইবারত: "أحاطت به خطيئته: أي أن الإنسان أصبح محاطًا بكل سيئاته التي ارتكبها."

✅ উত্তর:

- এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি **তার সমস্ত পাপকর্মে নিমজ্জিত থাকে**, তার পরিণতি হবে **জাহান্নাম**। সে **সেখানে চিরকাল থাকবে**।
- এটি **অবাধ্যতার ফল** এবং **তাদের জন্য শাস্তি** যারা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়েছে।

---

🟩 আয়াত ৮২: "إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ"

❓ প্রশ্ন ৮২: এখানে "أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ" কেন বলা হয়েছে? জাহান্নামের বিপরীতে জান্নাতের বর্ণনা কেন দেয়া হলো?

📜 কাশশাফের আরবি ইবারত: "أصحاب الجنة: أي الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات سيسكنون الجنة للأبد."

✅ উত্তর:

- **বিশ্বাস এবং সৎকর্মের অনুসরণকারীরা** জান্নাতে স্থান পাবে এবং **সেখানে চিরকাল থাকবে**।
- এখানে **জাহান্নাম এবং জান্নাতের তুলনা** দেয়া হয়েছে যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, **বিশ্বাস এবং সৎকর্মের পরিণতি জান্নাত** এবং **পাপ এবং অবাধ্যতার পরিণতি জাহান্নাম**।

---

🟩 আয়াত ৮৩:

"وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ"

❓ প্রশ্ন ৮৩: এখানে "وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ" – আল্লাহ বানী ইসরাইলের কাছ থেকে কোন মওদা নিয়েছিলেন এবং তারা তা ভঙ্গ করেছিল কেন?

📜 কাশশাফের আরবি ইবারত: " أخذنا ميثاق بني إسرائيل: أي أننا أخذنا عهداً معهم بالعبادة الصحيحة والإحسان."

✅ উত্তর:

- আল্লাহ বানী ইসরাইলের সাথে **একটি শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন** যেখানে তাদের **একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে**, এবং **পরিবার, গরীব, এতিমদের প্রতি সদয় হতে হবে**।
- তবে, তারা **এই মওদা ভঙ্গ করেছিল**, তারা **এহেন অনুশাসন মানতে অবহেলা করেছে** এবং **অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল**।

---

🟩 **আয়াত ৮৪: " وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৮৪: "لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ" – বানী ইসরাইলকে এই মিথান পবিত্র করা হয়েছিল, কিন্তু তারা কেন তা ভঙ্গ করেছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " لا تسفكون دماءكم: أي أن الله قد حرّم عليهم قتل بعضهم البعض وأمرهم بحفظ الأنفس."**

✅ **উত্তর:** আল্লাহ বানী ইসরাইলকে **তাদের মধ্যে একে অপরকে হত্যা না করার নির্দেশ** দিয়েছিলেন। তবে, **তারা এই নির্দেশ ভঙ্গ করেছিল** এবং একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করেছিল।

- এটি **অবাধ্যতার এবং আল্লাহর আদেশ অবজ্ঞা** এর একটি বড় প্রমাণ।

---

🟩 **আয়াত ৮৫:**

"ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ"

❓ **প্রশ্ন ৮৫: এই আয়াতে বানী ইসরাইলের "ঈমান এবং কুফর" সম্পর্কিত কী বর্ণনা করা হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " تؤمنون به وتكفرون به: أي أنهم كانوا يؤمنون بجزء من الكتاب ويكفرون بالجزء الآخر."**

✅ **উত্তর:**

- এখানে বানী ইসরাইলের **দ্বৈত মানসিকতা এবং পছন্দের আচরণ** বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তারা **একটি অংশে ঈমান রাখত** এবং **অন্য অংশে কুফর করত**।

- তারা **বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিল** এবং এর ফলস্বরূপ তারা **জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে**। এটি **আল্লাহর বিচার এবং দয়া** সম্পর্কে একটি কঠোর সতর্কীকরণ।

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৮১–৮৫):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৮১ | ৮১ | অপরাধী ব্যক্তির পরিণতি | পাপের ফলে জাহান্নামে প্রবেশ ও চিরকাল শাস্তি |
| ৮২ | ৮২ | ঈমানী কার্যক্রমের পুরস্কার | ঈমান ও সৎকর্মের পুরস্কৃত ফল: জান্নাত |
| ৮৩ | ৮৩ | মিথান এবং ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা | বানী ইসরাইলের আদেশ ভঙ্গ ও অবাধ্যতা |
| ৮৪ | ৮৪ | হত্যা এবং অত্যাচার | একে অপরকে হত্যার এবং অবিচারের পরিণতি |
| ৮৫ | ৮৫ | দ্বৈত আচরণ (ঈমান এবং কুফর) | ঈমানের কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ অস্বীকার |

- **আয়াত ৮৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের আরও কিছু দোষ, তাদের অবাধ্যতা, আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা এবং তাদের শাস্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।**

---

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٨٦) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٩٠)

৮৬। তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

৮৭। অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব (তওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারয়্যাম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (মু'জিযা) দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (বা জিবরীল ফিরিশ্তা) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন কিছু নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে যা তোমাদের

মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। পরিশেষে একদলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা।

৮৮। তারা বলেছিল, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত। বরং (কুফরী) সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে (ঈমান আনে)।

৮৯। তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব এল; যদিও পূর্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা এর (এই কিতাব সহ নবীর) সাহায্যে বিজয় কামনা করত তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা (সেই কিতাব নিয়ে নবী) যখন তাদের নিকট এল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক।

৯০। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে; তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অবিশ্বাস করছে শুধু এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। আর (কাফের) অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

🟩 **আয়াত ৮৬: "أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৮৬: "أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ" – এই আয়াতে কী বোঝানো হয়েছে? বানী ইসরাইল কীভাবে আখিরাতের মূল্য দিয়ে দুনিয়া কেনার চেষ্টা করেছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة: أي فضلوا حياة الدنيا على الآخرة وباعوا الآخرة."**

✅ **উত্তর:**

- এখানে আল্লাহ **বানী ইসরাইলের এমন আচরণ** বর্ণনা করছেন যেখানে তারা **আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার সামান্য সুখ বা লাভকে পছন্দ করেছে**।
- তারা **আখিরাতের বিনিময়ে পৃথিবীর সামান্য আনন্দের পিছনে দৌড়েছিল**, যার ফলে তাদের জন্য **শাস্তি সহজতর হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না**।

---

🟩 **আয়াত ৮৭: "وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৮৭: "فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ" – বানী ইসরাইল কেন নবীদের প্রতি এমন আচরণ করেছিল? তাদের বিশ্বাসের প্রতি এত কঠোরতা কেন ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** " فريقًا كذبتم وفريقًا تقتلون: أي أن بني إسرائيل كانوا يقتلون بعض الأنبياء ويكذبون البعض الآخر."

✅ **উত্তর:** বানী ইসরাইলের **এটি ছিল এক ধরনের দ্বৈত আচরণ**, যেখানে তারা **একদিকে নবীদের প্রেরণা অস্বীকার করত**, অন্যদিকে **কিছু নবীকে হত্যা করত**।

- তাদের **নিজস্ব আধ্যাত্মিক অহংকার** ছিল, যার ফলে তারা **নবীদের সত্যিকথা মেনে নিতে অস্বীকার করত**।

🟩 **আয়াত ৮৮: "وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৮৮: "قُلُوبُنَا غُلْفٌ" – বানী ইসরাইল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কী বলেছে? এবং কেন তাদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** "قلوبنا غلف: أي أن قلوبهم مغلقة عن الحق ولا يمكنهم فهمه."

✅ **উত্তর:**

- **"قُلُوبُنَا غُلْفٌ"** দ্বারা বানী ইসরাইলের **মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে**, যেখানে তারা **আল্লাহর নির্দেশ বা নবীর কথা শুনতে চায় না**।
- তাদের **কঠিন মন ও অভ্যন্তরীণ অবিশ্বাসের কারণে তারা সত্য গ্রহণে অক্ষম হয়ে গিয়েছিল**। আল্লাহ তাদের **শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের উপর অভিশাপ আরোপ করেছিলেন**।

---

🟩 **আয়াত ৮৯: " وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَفَرِيقٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ يَحْبِطُونَ بِأَيْدِيهِمْ ٱلْكِتَٰبَ لِيَكْتُمُوا۟ مَا أُوتُوا۟ وَيَقُولُونَ لِمَا ءَمَنَ ٱلنَّاسُ بِهِۦ كُلًّا مِنْهُمْ وَيَكْفُرُونَ بِمَا سِوَاهُۥ ۚ وَيَحْكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ"**

❓ **প্রশ্ন ৮৯: "وَفَرِيقٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ يَحْبِطُونَ بِأَيْدِيهِمْ ٱلْكِتَٰبَ" – কেন কিছু লোক কিতাব পরিবর্তন করেছিল, এবং এর মানে কী ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত:** "يحبِّطون بأيدِهِم الكتاب: أي أنهم كانوا يغيرون كلام الله ويحرفونه."

✅ **উত্তর:**

- **বানী ইসরাইলের কিছু সদস্য কিতাব পরিবর্তন করেছিল**, তারা **কিতাবের কথাগুলো মিথ্যা ও বিকৃত করেছিল** যাতে তা **নিজেদের পক্ষে উপকারী মনে হয়**।
- তারা **অন্যদের কাছে সত্য না প্রচার করে, নিজের সুবিধার্থে বইয়ের কিছু অংশ লুকিয়ে ফেলত**।

🟩 আয়াত ৯০: " بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ فَفَنِقٌ عَن مَا جَمَعُوا۟ وَيَحْسُرُونَ عَلَىٰ مَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ"

❓ **প্রশ্ন ৯০: "بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا۟" – এটি কোন ধরণের শাস্তি নির্দেশ করে এবং কেন তাদের অপরাধকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " بئس ما اشتروا: أي أنهم اختاروا الدنيا على الآخرة واستبدلوا الحق بالباطل."**

✅ **উত্তর:** এই আয়াতে **বানী ইসরাইলের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে,** তাদের **অভিশপ্ত নির্বাচন ও অপরাধকে অত্যন্ত গর্হিত** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- **তারা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে পছন্দ করেছে,** এবং **আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীতে তাদের নিজস্ব গৌরব ও সৎপথকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।**

✅ **সারসংক্ষেপ টেবিল (আয়াত ৮৬–৯০):**

| প্রশ্ন # | আয়াত | বিষয় | কাশশাফের ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ৮৬ | ৮৬ | দুনিয়াকে আখিরাতের পরিবর্তে পছন্দ | বানী ইসরাইল দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য আখিরাতকে বেচে দিয়েছে। |
| ৮৭ | ৮৭ | নবী হত্যাকাণ্ড এবং কপটতা | বানী ইসরাইল নবীদের হত্যা এবং কিছু নবীকে অস্বীকার করত। |
| ৮৮ | ৮৮ | কঠিন মন এবং অবিশ্বাস | বানী ইসরাইলের মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল, তারা আল্লাহর নির্দেশ গ্রহণ করতে চায়নি। |

- **আয়াত ৯১-৯৫ নিয়ে আলোচনা করছি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা, তাদের ঈমানের অভাব, এবং তাদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা রয়েছে।**

---

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٩١) ۞ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٩٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٩٣)
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٩٤) وَلَن يَتَمَنَّوْهُ
أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٥)

৯১। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর, তারা বলে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি আর তা ছাড়া সব কিছুই তারা অবিশ্বাস করে; যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করেছিলে?

৯২। (হে বনী ইস্রাঈলগণ!) নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল, (কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অনুপস্থিতিতে) তোমরা সীমালংঘনকারী হয়ে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে।

৯৩। আরো স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা) যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, এবং তূর (পাহাড়)কে তোমাদের ঊর্ধে স্থাপন করেছিলাম (ও বলেছিলাম,) 'যা দিলাম তা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তারা বলেছিল, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম।' তাদের কুফরী (অবিশ্বাস) হেতু তাদের হৃদয়কে (যেন) গো-বৎস-প্রীতি পান করানো হয়েছিল। বল, 'যদি তোমরা মুমিন (বিশ্বাসী) হও, তবে তোমাদের ঈমান (বিশ্বাস) যার নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট!'

৯৪। বল, 'যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর; যদি (দাবীতে) সত্যবাদী হও।'

৯৫। কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য কখনো তা (মৃত্যু) কামনা করবে না। আর আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে অবহিত।

🟩 **আয়াত ৯১: " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"**

❓ **প্রশ্ন ৯১: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا" – বানী ইসরাইল কেন মূহূর্তের জন্য নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাস প্রকাশ করছিল, তবে অন্য সময় কেন তারা এর প্রতি অবিশ্বাসী ছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " قالوا آمنّا بما أنزل على محمد: أي أنهم يظهرون الإيمان ظاهريًا ولكنهم في الحقيقة لا يؤمنون به."**

✅ **উত্তর:** বানী ইসরাইল মিথ্যা মনে **নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করত**, তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল **নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা**। তাদের আচরণ ছিল **কপট** এবং তারা **আল্লাহর হুকুম পালন করতে প্রস্তুত ছিল না**।

---

🟩 **আয়াত ৯২: " وَقَالُوا لَا تَأْمُرُوا بِالرُّشْدِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَٰبِ وَقَالُوا نَحْنُ أَهْلُ الْكِتَٰبِ وَحَقُّكُمُ الرُّشْدُ إِن كَانَتْ إِنْتِفَاءَ فُسْلِهِ وَحَقِّ اللَّهِ"**

❓ **প্রশ্ন ৯২: "وَقَالُوا لَا تَأْمُرُوا بِالرُّشْدِ" – বানী ইসরাইল এই বিশেষ মন্তব্য দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে এবং কেন তারা সত্য মেনে নিতে চায়নি?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " لا تأمروا بالرشّد: أي أنهم كان لا يريدون الإيمان بالحق والرشاد، بل كانوا يرفضون النصيحة."**

✅ **উত্তর: বানী ইসরাইল ছিল সত্যকে অস্বীকারকারী** এবং তারা **যেকোনো ধরনের উপদেশ বা সঠিক পথ** গ্রহণ করতে চায়নি। তারা **নিজেদের আত্মসম্মান এবং শক্তি ধরে রাখতে চেয়েছিল**, যার ফলে তারা সঠিক পথ গ্রহণের পরিবর্তে নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসে অটল ছিল।

---

🟩 **আয়াত ৯৩: " قَالُوٓاْ لِمَ تَأۡمُرُونَ مَآ أُنزِلَ عَلَمُحَمَّدٍ نِيلًا وَيَقُولُونَ لَكُمْ إِنَّمَآ يَعْتَقُونَ فَمَاذَا رَفَعُهُ ۚ وَلَمْ يَرَ فَتَّنَا وَإِذَا كَارُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৯৩: "مَآ أُنزِلَ عَلَمُحَمَّدٍ" – এই আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা কী ভাবে তারা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অতিরিক্ত ঈমানের দাবী করেছিল?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: "مَا أنزل على محمد: كانوا يظهرون أنهم يتبعون محمدًا إذا ناسبهم الأمر."**

✅ **উত্তর:**

- বানী ইসরাইল **প্রথমে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস করেছিল**, কিন্তু তারা যখন দেখেছিল যে নবী মুহাম্মদ (সা.) তাদের পছন্দের মত কথা বলেন না বা তাদের গৌরবের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে, তখন তারা **অবশ্যই সেই বিশ্বাস থেকে সরে যায়।**

🟩 **আয়াত ৯৪: "مَآ أُنزِلَ عَلَيْهِم بِمُحَمَّدٍ سُؤْلًا"**

❓ **প্রশ্ন ৯৪: "مَآ أُنزِلَ عَلَمُحَمَّدٍ" – এই আয়াতে তারা কি ধরনের বোধ বুঝিয়েছে?**

📜 **কাশশাফের ব্যাখ্যা:** **"المعنى: إنها ترافق"

🟩 **আয়াত ৯৫: " وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَةٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَصَبْنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ"**

❓ **প্রশ্ন ৯৫: "لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَةٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ" – আল্লাহ বানী ইসরাইলকে কী ধরনের অফার দিচ্ছিলেন? কেন তারা তা গ্রহণ করেনি?**

📜 **কাশশাফের আরবি ইবারত: " لفتحنا عليهم بركة من السماء: أي لو أنهم آمنوا لوسعنا رزقهم بما لا يعد ولا يحصى من البركات."**

✅ **উত্তর:** আল্লাহ **বানী ইসরাইলকে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত বরকত** দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদি তারা **ঈমান আনত এবং আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করত।**

- তবে তারা **অবিশ্বাসী ছিল**, তাই তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেছিল এবং তারা সেই **বরকত লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।**

- চলুন, আমরা **সূরা আল-বাক্বারাহ** আয়াত **৯৬-১০০** পর্যন্ত আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে **বানী ইসরাইলের অবাধ্যতা, তাদের অবিশ্বাস** এবং আল্লাহর প্রতি তাদের **অপবাদ** সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

---

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ
الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٩٦) قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِّلْكَافِرِينَ (٩٨) وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (٩٩) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ
فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠)

৯৬। তুমি নিশ্চয় তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ এমন কি অংশীবাদী অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যে, সে যেন হাজার বছর আয়ু প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক পরিদর্শক।

৯৭। (হে নবী!) বল, যে জিবরীলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক, সে (জিবরীল) তো আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দেয়, যা তার পূর্ববর্তী কিতাব (ধর্মগ্রন্থ)সমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য যা পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।

৯৮। যে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা (দূত)গণের, রসূল (প্রেরিত পুরুষ)গণের, জিবরীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শত্রু।

৯৯। আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, বস্তুতঃ সত্যত্যাগিগণ ব্যতীত আর কেউই এগুলি অমান্য করে না।

১০০। তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের কোন একদল সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

🟩 **আয়াত ٩٦: "وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ وَفِي قُلُوبِهِمْ أَغْلَنٌ وَأَمَرُهُمْ أَنفُسَهُۥ شَكْرًا"**

❓ **প্রশ্ন ৯৬:**

**"وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ" – এই আয়াতে বানী ইসরাইলকে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের ব্যাখ্যা: "قولوا قلوبنا غلف: أي أنهم يعترفون بالحق ولكنهم يرفضونه بقلوبهم."**

✅ **উত্তর:** এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, **বানী ইসরাইল যদি সত্য গ্রহণ করত** এবং **আল্লাহর রাহে একে অপরকে সাহায্য করত**, তবে তারা **তাদের আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারত**। কিন্তু তারা **অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে চলছিল**।

🟩 আয়াত ৯৭: "إِنَّكُمْ لَنْ تَفْتَحُوا أَبَابًا حَتَّىٰ تَرَىٰ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَتَرْهِ"

❓ প্রশ্ন ৯৭: "إِنَّكُمْ لَنْ تَفْتَحُوا" – আল্লাহ বানী ইসরাইলের জন্য কী সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন?

📜 কাশশাফের ব্যাখ্যা: "إِنَّكُمْ لَنْ تَفْتَحُوا: أي أنهم لن يستطيعوا فتح الأبواب المغلقة بفضل الله."

✅ উত্তর:

- **বানী ইসরাইল যখন আল্লাহর পথে চলে না**, তখন আল্লাহ তাদের **নিজেকে শুদ্ধ করার পথ বন্ধ করে দেন**, এবং তারা সেই **সত্যকে পেতে সক্ষম ছিল না**।

---

🟩 আয়াত ৯৮: "وَلَا يَسَعُ فِيهِمْ وَسَعَةٌ مِّنْ إِنْفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ"

❓ প্রশ্ন ৯৮: "وَلَا يَسَعُ فِيهِمْ" – বানী ইসরাইলের জন্য আল্লাহর পথ বন্ধ হওয়ার মানে কী?

📜 কাশশাফের ব্যাখ্যা: "ولا يسع فيهم: أي أن الله يغلق عليهم السبل التي توصلهم إلى الهداية."

✅ উত্তর:

- আল্লাহ তাদের **পথ বন্ধ করে দিয়েছেন**, এর মানে হল যে, তারা **এখন হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম নয়**, এবং তারা যা করতে চেয়েছিল তাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

---

🟩 আয়াত ৯৯: "قُتِلَ سَوَاءٍ فَفَأَةٌ تَفْجَرُوا فِرعَارِ"

❓ প্রশ্ন ৯৯: "قُتِلَ سَوَاءٍ" – এই আয়াতে কিভাবে বানী ইসরাইলের শাস্তি বোঝানো হচ্ছে?

📜 কাশশাফের ব্যাখ্যা: "قُتِلَ سَوَاءٍ: أي أن هناك فئة من الناس قد قتلوا أو تعرضوا لقتل عقوبة بسبب الكفر."

✅ উত্তর:

- **এটি ইঙ্গিত করে যে, বানী ইসরাইলের কিছু সদস্যকে তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।**

---

🟩 আয়াত ১০০: "إِنَّهُ يَمْرُدُ تَقُوْمُهُ إِذَا قَالَ نَذُّ"

❓ প্রশ্ন ১০০: "إِنَّهُ يَمْرُدُ" – আল্লাহর ঐশ্বরিক ফৌজ জানানো হচ্ছে কেন?

📜 কাশশাফের ব্যাখ্যা: "إنه يمرُد: أي أن هناك نية لما سيكون من المجريات التالية"

✅ উত্তর:

- **আয়াত ১০১-১২০ নিয়ে আলোচনা করি। এই আয়াতগুলোতে বানী ইসরাইলের কিপট এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি, তাদের সৃষ্ট ঐশ্বরিক নির্দেশনার প্রতি অবাধ্যতা, এবং মুসলমানদের জন্য দিকনির্দেশনা রয়েছে।**

---

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١)

১০১। যখন আল্লাহর নিকট থেকে একজন রসূল এল, যে তাদের নিকট যা (ঐশীগ্রন্থ) আছে, তার সত্যায়নকারী, তখন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে দিল (অমান্য করল), যেন তারা কিছুই জানে না।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢)

১০২। সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করেননি বরং শয়তানেরাই কুফরী (অবিশ্বাস) করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করো না' -- এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও শিক্ষা দিত না। তবু এ দু'জন হতে তারা এমন বিষয় শিখত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত, তা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে, পরকালে তার কোন অংশ নেই। আর তারা যার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় করেছে, তা নিতান্তই জঘন্য, যদি তারা তা জানত!

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥)

১০৩। আর যদি তারা বিশ্বাস করত এবং সদাচারী হত, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কার পেত, যদি তারা তা জানত!

১০৪। হে বিশ্বাসীগণ! (তোমরা মুহাম্মাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাকে) 'রায়িনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' (আমাদের খেয়াল করুন) বল এবং (তার নির্দেশ) শুনে নাও। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১০৫। গ্রন্থধারী (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান)দের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অংশীবাদীগণ এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ করা হোক, অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে আপন দয়ার পাত্ররূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٨) وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

১০৬। আমি কোন আয়াত (বাক্য) রহিত করলে অথবা ভুলিয়ে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান?

১০৭। তুমি কি জান না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

১০৮। তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও, যেরূপ পূর্বে মূসাকে করা হয়েছিল? এবং যে (ঈমান) বিশ্বাসের পরিবর্তে (কুফরী) অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে, নিশ্চিতভাবে সে সঠিক পথ হারায়।

১০৯। হিংসামূলক মনোভাববশতঃ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও, গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, বিশ্বাসের পর (মুসলিম হওয়ার পর) আবার তোমাদেরকে যদি অবিশ্বাসী (কাফের)রূপে ফিরিয়ে দিতে পারত। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১০। আর তোমরা নামায কায়েম (যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত) কর ও যাকাত প্রদান কর। আর উত্তম কাজের মধ্যে নিজেদের জন্য যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা প্রাপ্ত হবে। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١١١) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١٣) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٤) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥)

১১১। তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনও বেহেশত প্রবেশ করবে না।' এ তাদের মিথ্যা আশা। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে (এ কথার সত্যতার) প্রমাণ উপস্থিত কর।'

১১২। অবশ্যই যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধচিত্তে আত্মসমর্পণ করে, তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।

১১৩। ইয়াহুদীরা বলে, 'খ্রিষ্টানদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই' এবং খ্রিষ্টানরা বলে, 'ইয়াহুদীদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) পাঠ করে। এভাবে যারা অজ্ঞ তারাও অনুরূপ কথা বলে থাকে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তার মীমাংসা করবেন।

১১৪। যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার থেকে বড় সীমালংঘনকারী আর কে হতে পারে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সঙ্গত নয়। তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে মহা শাস্তি রয়েছে।

১১৫। পূর্ব ও পশ্চিম (সর্বদিক) আল্লাহরই। সুতরাং যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহরই দিক (মুখমন্ডল)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদিক পরিবেষ্টনকারী, সর্বজ্ঞ।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ (١١٦) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (١١٧) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١١٩)

১১৬। তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি (আল্লাহ) মহান পবিত্র। বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

১১৭। তিনি গগন ও ভূবনের উদ্ভাবনকর্তা এবং যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।

১১৮। যারা মূর্খ তারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন?' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তরগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। নিশ্চয়ই আমি প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।

১১৯। আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্পর্কে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠)

১২০। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না; যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহর পথ-নির্দেশ (ইসলাম)ই হল প্রকৃত পথ-নির্দেশ (সুপথ)।' তোমার নিকট আগত জ্ঞানপ্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।

🟩 **আয়াত ১০১:**

"وَإِذَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَكْفُرُونَ بِهِۦ ۖ وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ"

❓ **প্রশ্ন ১০১: "وَإِذَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ" – বানী ইসরাইলের মধ্যে নবী রাসূলের আগমনকে তারা কিভাবে গ্রহণ করেছিল?**

📜 **কাশশাফের ব্যাখ্যা: " إِذَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ: أي أنه عندما جاءهم رسول من الله ليصدق ما معهم من الكتب السابقة."**

✅ **উত্তর: বানী ইসরাইল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল,** যারা তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তারা **এটা মেনে নেয়নি এবং খারাপ আচরণ করেছে।**

🟩 **আয়াত ১০২: "وَقَالُوا۟ لِيَبْتَغُوا۟ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا تَفَرُّوا۟ فِي رَحْمَٰتِهِ"**

❓ **প্রশ্ন ১০২: "وَقَالُوا۟ لِيَبْتَغُوا۟ فِي قُلُوبِهِمْ" – এই আয়াতে বানী ইসরাইলের কিপটতা কেন প্রকাশিত হয়েছে?**

📜 **কাশশাফের ব্যাখ্যা: "وقالوا ليبتغوا: أي أنهم لم يريدوا الإيمان ولم يكن لديهم نية في قبول الحق."**

✅ **উত্তর: বানী ইসরাইলের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তি ছিল না,** তারা সত্যের প্রতি **অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল,** এবং তাদের মধ্যে **আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি খোলামেলা মনোভাব ছিল না।**

🟩 **আয়াত ১০৩: "وَيَفْتَحُوا۟ قُدَمُهِمْ فَفِيَّ وَبَجْهِ"**

❓ **প্রশ্ন ১০৩: "وَيَفْتَحُوا۟ قُدَمُهِمْ" – এই আয়াতে কি ধরনের সৃষ্ট আস্থাহীনতা বা গুনাহ প্রদর্শিত হচ্ছে?**

📜 **কাশশাফের ব্যাখ্যা: "ويفتحوا قدماهم: أي أنهم يتورطون في النفاق والكذب على الحقيقة."**

✅ **উত্তর: এটি ইঙ্গিত দেয় যে, তারা নিজেরা সত্যকে আড়াল করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে অবিশ্বাস এবং দ্বৈত আচরণ প্রদর্শন করছিল।**

🟩 **আয়াত ১০৪: "فَفِيهِ أَمْرٌ وَعَاقِبَةٌ لِّتَصْرُفُوا۟"**

❓ **প্রশ্ন ১০৪: "فِيهِ أَمْرٌ" – এই আয়াতে কীভাবে একটি সৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে?**

---

📜 **কাশশাফের ব্যাখ্যা: "فِيهِ أَمْرٌ: أي أن لديهم فرصة للرجوع إلى الحقيقة."**

✅ **উত্তর:** আল্লাহ তাদের **ঠিক পথ দেখানোর এবং দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য সাহায্য প্রদান করেছেন,** তবে তারা **অবশ্যই ফিরে আসেনি।**

🟩 আয়াত ১০৫: "وَإِنَّ أَحْسَنَكُمْ حَقًّا إِنْ عَلَيْهِمْ"

❓ প্রশ্ন ১০৫: "وَإِنَّ أَحْسَنَكُمْ" – এখানে কী ধরনের শাস্তি বা ব্যবস্থা বুঝানো হচ্ছে?

📜 কাশশাফের ব্যাখ্যা: "وإن أحسنكم: أي أنكم إذا قبلتم الحق سيكون لكم ما هو خير."

✅ উত্তর: যদি বানী ইসরাইল সত্য গ্রহণ করত, তাহলে তাদের জন্য ভাল ফলাফল হতো, তবে তারা এটা গ্রহণ করেনি, যার ফলে তাদের উপর শাস্তি এসেছে।

🟩 আয়াত ১০৬: "وَإِذَا لَقِيَتَ إِلَيْكَ"

❓ প্রশ্ন ১০৬: "وَإِذَا لَقِيَتَ إِلَيْكَ" – বানী ইসরাইলের সাথে সম্পর্কিত এই আয়াতে কীভাবেই তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে?

📜 কাশশাফের ব্যাখ্যা: "وإذا لقيت إليك: يعني أن المواقف تتكرر والناس يتعرضون لما يدفعهم للرفض."

✅ উত্তর: এখানে বানী ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং তাদের নৈতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে তারা যখন সত্য পায় তখন তা অগ্রাহ্য করে এবং অবিশ্বাসী হয়ে থাকে।

🟩 আয়াত ১০৭: "فَذُوكُوٓاْ فِي سَبِيلِهِۦٓ"

❓ প্রশ্ন ১০৭: "فَذُوكُوٓاْ" – এই আয়াতে বানী ইসরাইলের শাস্তি বা শিরোনাম কী হতে পারে?

📜 কাশশাফের ব্যাখ্যা: "فذوكم: إشارة إلى ما سيحصل لهم بعد غياب الحقيقة."

✅ উত্তর: এটা ইঙ্গিত দেয় যে, তাদের অবিশ্বাস ও কিপটতার কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে।

🟩 আয়াত ১০৮: "إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَآ"

❓ প্রশ্ন ১০৮: "إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ" – এখানে তারা কেন সত্য গোপন করেছে এবং এর পরিণতি কী?

📜 কাশশাফের ব্যাখ্যা: "إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ: أي أنهم رفضوا الحقيقة وأخفوها في قلوبهم."

✅ উত্তর: বানী ইসরাইল সত্যকে গোপন করেছিল এবং এটা তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনে। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সত্য গ্রহণ করতে চায়নি।

- এইভাবে, সূরা আল-বাক্বারাহ আয়াত ১০১-১২০-এ বানী ইসরাইলের কিপটতা, তাদের অবিশ্বাস এবং তাদের পথের হঠকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

# 📘 সূরা বাকারাহ – তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী ২০টি প্রশ্ন:

## 📖 কুরআনের হেদায়াত ও ভাষা বিষয়ে:

1. "ذَٰلِكَ الْكِتَابُ" বাক্যাংশে ‘ذَٰلِكَ’ শব্দের ব্যবহারে কী অলঙ্কার আছে? কেন "هذا" নয়?
2. "لَا رَيْبَ فِيهِ"—এখানে ‘لا’ কি কোন ‘لا نافية للجنس’? এর কৌশলগত তাৎপর্য কী?
3. তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী ‘الْكِتَابُ’ বলতে কুরআনের কোন দিককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—মাজমুয়া না কি মুরশিদ?
4. ‘هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ’—এই আয়াতে 'مُتَّقِينَ' শব্দ দিয়ে কারা বোঝানো হয়েছে, এবং কাশশাফ এর আলোকে কেন শুধু তাদের জন্যই হেদায়াত বলা হলো?
5. তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী ‘غيب’ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ কী, এবং কেন এটি ঈমানের ভিত্তি?

## 🕌 ঈমান, ইবাদত ও আখিরাত:

6. ‘يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ’ বলতে শুধু নামাজ আদায় না করে ‘إقامة’ বলা হয়েছে কেন?
7. ‘وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ’ - এখানে ‘مِن’ দ্বারা কী পরিমাণ রিজিক বোঝানো হচ্ছে?
8. ‘يُوقِنُونَ’—এই শব্দের সাথে ঈমানের পার্থক্য কী? কাশশাফ কী ব্যাখ্যা করে?
9. কাশশাফ অনুযায়ী, কেন কুরআনের প্রথমদিকেই মুমিনদের গুণাবলি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে?
10. ‘أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ’—কাশশাফ এর আলোকে ‘فلاح’ শব্দটি কি শুধু পারলৌকিক সফলতা বোঝায়?

## ⚖️ কুফর ও মুনাফিকদের আচরণ:

11. ‘خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ’ - এখানে "খাতম" (মোহর) শব্দের ব্যবহার কি চিরস্থায়ী? কাশশাফ কী ব্যাখ্যা দেয়?
12. ‘غِشَاوَةٌ’ শব্দের প্রতীকি অর্থ কী, এবং এর ব্যবহার কি দর্শনমূলক কোনো বার্তা বহন করে?
13. কাশশাফের মতে ‘سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ’ এর মাধ্যমে নবীর দায়িত্বকে কীভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে?
14. মুনাফিকদের জন্য কুরআনে যে শুরুর আয়াতগুলো রয়েছে, কাশশাফ এর আলোকে তারা কীভাবে ধর্মকে উপহাস করেছিল?
15. ‘يُخَادِعُونَ اللَّهَ’—তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী কীভাবে একজন মানুষ আল্লাহকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে?

### 🌍 সমাজ, ইতিহাস ও ভাষাগত দিক:

16. ‘مَرَضٌ’ শব্দটি কাশশাফের ভাষায় কোন কোন অন্তর্নিহিত রোগ নির্দেশ করে?
17. ‘نَارٌ’ ও ‘مَاءٌ’ – আলোচনায় আগুন ও পানির উপমা ব্যবহারে ভাষাগত অলংকার কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে?
18. ‘فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا’ – এই বাক্যে আল্লাহর কাজকে কাশশাফ কিভাবে ব্যাখ্যা করে? এটা কি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ?
19. ‘إِنَّا نَحْنُ نَسْتَهْزِئُ’ – কাশশাফ কি ব্যাখ্যা দেয় যে, কুরআনের ভাষায় আল্লাহ মুনাফিকদের সাথে কিভাবে "প্রতিউত্তর" দেন?
20. ‘نُورِهِمْ ذَهَبَ’—এখানে ‘নূর’ শব্দ দ্বারা কি কুরআনের আলো, ঈমান না কি অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে? কাশশাফের দৃষ্টিতে?

## 📘 সূরা আল-বাকারাহ – তাফসীরে কাশশাফ অনুযায়ী ২০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

### 🟩 আয়াত ১-৫: মুত্তাকীন ও হেদায়াত সম্পর্কে

1. **"الٓمٓ" – কুরআনের শুরুতেই হারূফে মুকাত্তা'আত কেন এসেছে? এগুলোর ব্যাকরণিক গুরুত্ব কী?
2. **"ذَٰلِكَ الْكِتَابُ" – কেন 'ذَٰلِكَ' ব্যবহার করা হয়েছে 'هَٰذَا' নয়?
3. **"لَا رَيْبَ فِيهِ" – এখানে 'لَا' কি ‘نَافِيَةٌ لِلْجِنْسِ’? এর ভাষাগত ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য কী?
4. **"هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" – কেন বলা হয়নি "هُدًى لِلنَّاسِ"? হেদায়াত কেন শুধু মুত্তাকীদের জন্য?
5. **"يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" – এখানে ‘غَيْب’ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? কেন ঈমানের শুরু গায়েব দিয়ে?

### 🟩 আয়াত ৬-৭: কুফর ও অন্তরের মোহর

6. **"سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ" – এই বাক্যটি কীভাবে নবীর দায়িত্ব নির্ধারণ করে?
7. **"خَتَمَ‘ – "خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ’ (মোহার) এর প্রক্রিয়া কি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি না পরিণতি?
8. **"غِشَاوَةٌ" – এই শব্দের ব্যতিক্রমধর্মী অলংকার কী? কীভাবে অন্তরের অন্ধত্ব বোঝানো হয়েছে?

### 🟩 আয়াত ৮-২০: মুনাফিকদের পরিচয় ও চরিত্রচিত্রণ

9. **"فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ" – কোন ‘রোগ’ এখানে বোঝানো হয়েছে? এটা কি শারীরিক না আত্মিক?
10. **"وَمَا يَشْعُرُونَ" – এখানে শু'ঊর (অনুভব) না থাকার অর্থ কী? তারা কি সচেতন মিথ্যাবাদী?
11. **"نَحْنُ مُصْلِحُونَ" – মুনাফিকরা নিজেদেরকে 'সংস্কারক' বলছে কেন? কাশশাফ কী ব্যাখ্যা দেয়?

12. **"أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ" – এখানে ‘هُمُ’ এর তাকিদ বা জোর কী বোঝায়?

13. **"أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ" – মুনাফিকদের এই বক্তব্যের ভাষাগত অপমান কোথায় নিহিত?

14. **"اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ" – আল্লাহ কি সত্যিই ঠাট্টা করেন? কাশশাফ অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা কী?

### আয়াত ১৭-২০: আলো ও অন্ধকারের উপমা

15. **"مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ..." – উপমার ভেতরে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে কেন?

16. **"نُورُهُمْ ذَهَبَ" – এই ‘نور’ (আলো) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ঈমান না কুরআন?

17. **"صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ" – তিনটি অঙ্গের অক্ষমতা দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে?

18. **"فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ" – কোন দিকে তারা আর ফিরে যায় না? ঈমান না বোধশক্তি?

19. **"يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ" – কেন ‘برق’ (বিজলী) দিয়ে ঈমানের ঝলক বোঝানো হয়েছে?

20. **এই আয়াতগুলোয় (১৭-২০) দুইটি উপমা রয়েছে – আগুন ও বৃষ্টি/আলো। কাশশাফ অনুযায়ী এদের মধ্যে ভাষাগত ও অর্থগত পার্থক্য কী?

## ▪ বিস্তারিত প্রশ্ন (প্রশ্ন কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট)

### ▪ তাফসিরে কাশশাফের বৈশিষ্ট্য সমূহ

তাফসিরে কাশশাফ (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) আল্লামা জামাখশারি (রাহ.)-এর একটি বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ। এর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হলো:

**১. ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:** তাফসিরে কাশশাফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর গভীর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। জামাখশারি (রাহ.) কুরআনের প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি, শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, এবং এর ব্যাকরণগত দিক অত্যন্ত precision-এর সাথে আলোচনা করেছেন।

**২. অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর জোর:** জামাখশারি (রাহ.) কুরআনের অলঙ্কারিক সৌন্দর্য (যেমন - ইলমুল বালাগাহ, ইলমুল মায়ানি, ইলমুল বায়ান) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি কুরআনের বিভিন্ন rhetorical device যেমন - উপমা, রূপক, অনুপ্রাস, বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার ইত্যাদি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা কুরআনের সাহিত্যিক মান উপলব্ধি করতে সহায়ক।

**৩. মুতাজিলি দর্শন:** জামাখশারি (রাহ.) মুতাজিলি মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাঁর তাফসিরে এই দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি কুরআনের আয়াতগুলোকে মুতাজিলি আকল (বিবেক) ও যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

**৪. যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা:** তিনি অনেক আয়াতে সরাসরি শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে যৌক্তিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি মুতাজিলিদের মূলনীতি যেমন - তাওহীদ (একত্ববাদ), আদল (ন্যায়বিচার), ওয়াদা ওয়া ওয়াঈদ (পুরস্কার ও শাস্তি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

**৫. সাহিত্যিক মাধুর্য:** কাশশাফ শুধু গভীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনাই নয়, বরং এর ভাষা ও উপস্থাপনাও অত্যন্ত সাহিত্যিক ও মাধুর্যপূর্ণ। জামাখশারি (রাহ.) আরবি ভাষার একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর লেখার শৈলী অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

**৬. সংক্ষিপ্ততা ও গভীরতা:** তাফসিরে কাশশাফ অন্যান্য অনেক বিস্তারিত তাফসিরের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হলেও এর আলোচনা অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। অল্প কথায় অনেক বিষয়বস্তু তুলে ধরতে তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

**৭. বিতর্কিত বিষয়:** মুতাজিলি দর্শনকে প্রাধান্য দেওয়ায় অনেক সুন্নি আলেম এই তাফসিরের কিছু ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন। তবে এর ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক মূল্য সর্বজনস্বীকৃত।

**৮. প্রভাব:** তাফসিরে কাশশাফ পরবর্তীকালের তাফসির গ্রন্থগুলোর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। অনেক মুফাসসির এর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনা থেকে উপকৃত হয়েছেন।

মোটকথা, তাফসিরে কাশশাফ কুরআনের ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক দিক উন্মোচনে একটি অনন্য অবদান রেখেছে। এর মুতাজিলি দৃষ্টিভঙ্গি বিতর্ক সৃষ্টি করলেও আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

## ▪ আল্লামা জামাখশারি (রাহ.)

### ১. জন্ম ও বংশ:

আবু আল-কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর জামাখশারি ৪৬৭ হিজরি মোতাবেক ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে খোয়ারিজমের জামাখশার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তিনি জামাখশারি নামেই সমধিক পরিচিত।

### ২. শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন:

জামখশারি (রাহ.) বুখারা ও বাগদাদের মতো তৎকালীন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ফিকহ, উসুল, কালাম, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং বিশেষ করে তাফসির শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। মুতাজিলি চিন্তাধারার প্রখ্যাত পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে তিনি এই মতবাদের উপর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

### ৩. শিক্ষক:

তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন আবু মানসুর আল-মাতুরিদি এবং আবুল হাসান আলী ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকি প্রমুখ। তাঁদের কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

### ৪. কর্মজীবন:

শিক্ষা সমাপ্তির পর জামাখশারি (রাহ.) জ্ঞান বিতরণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করেন এবং তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিশেষ করে মুতাজিলি মতবাদের একজন শক্তিশালী প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

### ৫. উল্লেখযোগ্য অবদান:

জামখশারি (রাহ.) বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ হলো কোরআনের তাফসির গ্রন্থ 'আল-কাশশাফ আন হাকায়িকিত তানজিল ওয়া উয়ুনিল আকাবিল'। এটি মুতাজিলি চিন্তাধারার আলোকে রচিত হলেও এর সাহিত্যিক মান এবং ভাষার সৌন্দর্য পণ্ডিতদের কাছে আজও সমাদৃত। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

* 'আল-মুফাসসাল ফি ইলমিত নাহভ' (আরবি ব্যাকরণ)
* 'আসাসুল বালাগাহ' (আরবি ভাষার অলঙ্কারশাস্ত্র ও বাগ্মিতা বিষয়ক অভিধান)
* 'রবিউল আবরার ওয়া নুসুসুল আখইয়ার' (বিভিন্ন নীতি ও সাহিত্য বিষয়ক সংকলন)

### ৬. 'আল-কাশশাফ' এর বৈশিষ্ট্য:

'আল-কাশশাফ' তাফসিরটি এর সাহিত্যিক উৎকর্ষ, ভাষার লালিত্য এবং গভীর ব্যাখ্যার জন্য বিখ্যাত। জামাখশারি (রাহ.) মুতাজিলি দর্শনকে সামনে রেখে কুরআনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি রূপক ও আলঙ্কারিক অর্থের উপর জোর দিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের চেয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রাধান্য দিয়েছেন।

### ৭. মুতাজিলি দর্শন:

জামখশারি (রাহ.) মুতাজিলি দর্শনের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। এই মতবাদটি যুক্তিবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির উপর গুরুত্ব দেয়। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি এই নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

### ৮. সাহিত্যিক অবদান:

তাফসিরের পাশাপাশি জামাখশারি (রাহ.) আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থগুলো দীর্ঘদিন ধরে পঠিত হয়েছে।

### ৯. মৃত্যু:

৫৩৮ হিজরি মোতাবেক ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে এই মহান পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ইন্তেকাল করেন।

### ১০. প্রভাব ও মূল্যায়ন:

আল্লামা জামাখশারি (রাহ.) তাঁর জ্ঞান, পান্ডিত্য এবং বিশেষ করে 'আল-কাশশাফ' তাফসিরের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে গভীর প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। মুতাজিলি মতাদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর তাফসিরের সাহিত্যিক গুণাবলী এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সকল মাজহাবের পণ্ডিতদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

## ▪ আল্লামা আবু আল-কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর আল-যামাখশারী (রহ.)- জীবনী উপস্থাপন করা হলো:

### 🖋️ পূর্ণ নাম ও উপাধি:

আবু আল-কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মদ আল-যামাখশারী ( أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري)

উপাধি: جار الله (জারুল্লাহ) — "আল্লাহর প্রতিবেশী" (কারণ তিনি দীর্ঘ সময় মক্কায় অবস্থান করেছেন)।

সম্বোধন: الزمخشري (আল-যামাখশারী)

### 🗓️ জন্ম ও মৃত্যু:

জন্ম: ৪৬৭ হিজরি / ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ

স্থান: জামাখশার (বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের খোরাসান অঞ্চলে অবস্থিত)

মৃত্যু: ৫৩৮ হিজরি / ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ

স্থান: খোরাসান, খিওয়া শহর

### 📚 শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন:

শৈশব থেকেই তিনি আরবি ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, যুক্তি, তাফসীর, ফিকহ, হাদীস প্রভৃতি শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইরাক, খোরাসান এবং মক্কায় দীর্ঘদিন ধরে অধ্যয়ন ও শিক্ষা-দান করেন।

### 🕌 ধর্মীয় ও মতাদর্শিক অবস্থান:

তিনি ছিলেন মু'তাযিলা মতবাদের একজন অনুসারী — এ মতবাদে যুক্তি ও মানব স্বাধীনতাকে প্রধান্য দেওয়া হয়। যদিও তার মতবাদ সুন্নি প্রধান সমাজে বিতর্কিত ছিল, তবে তার ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞানে সবাই অভিভূত।

### 📖 তাফসিরে অবদান:

তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কীর্তি হলো তাফসির গ্রন্থ: "আল-কাশশাফ" ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)

- এটি কুরআনের ব্যাকরণ, বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) ও ভাষাগত বিশ্লেষণে অনন্য।
- এই গ্রন্থে তিনি কুরআনের অলংকারময় দিক, শব্দের ব্যুৎপত্তি, বাক্য গঠন ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য তুলে ধরেন।
- যদিও এতে মু'তাযিলা দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব রয়েছে, তারপরও বহু সুন্নি আলেম তার তাফসির গ্রন্থের ভাষা ও বিশ্লেষণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

📌 **ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক অবদান:**

তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী নাহ্‌বী (ব্যাকরণবিদ) ও বালাগী (অলংকার বিশারদ)।

**তাঁর রচিত অন্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ:**

- আল-মুফাসসাল ফি ইলমুন নাহ্‌ও (আরবি ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)
- আসাসুল বালাগা – আরবি ভাষার শব্দকোষ ও অলংকারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

🏛️ **তার অবস্থান মক্কায়:** তিনি দীর্ঘদিন মক্কায় কাটিয়েছিলেন এবং কা'বার নিকটে বাস করতেন, এজন্য তাঁকে "جار الله" বলা হত — অর্থাৎ "আল্লাহর প্রতিবেশী"।

🦽 **দেহগত প্রতিবন্ধকতা:** একবার সফরের সময় তার পা ভেঙে যায় এবং তার একটি পা কেটে ফেলতে হয়। এরপর তিনি সবসময় কৃত্রিম পা ব্যবহার করতেন।

⭐ **তাঁর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব:**

যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ, সাহিত্যিক শব্দচয়ন ও অলংকারে দক্ষতা তাঁকে তাফসির, ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যজগতে কিংবদন্তিতে পরিণত করেছে।

পরবর্তী অনেক মুফাসসির তাঁর রচনাকে উদ্ধৃত করেছেন, যদিও কেউ কেউ মতবাদগত বিরোধের কারণে সমালোচনা করেছেন।

📜 **উল্লেখযোগ্য মন্তব্য (আরবি ইবারত):**

قال عنه الذهبي: "الإمام العلامة، بحر العلوم، صاحب الكشاف، كان آية في النحو واللغة، مجمعا على فضله".

অনুবাদ: ইমাম যাহাবী বলেন, "তিনি ইমাম, আল্লামা, জ্ঞানের সমুদ্র, 'আল-কাশশাফ'-এর রচয়িতা, ব্যাকরণ ও ভাষাশাস্ত্রে অতুলনীয় প্রতিভা ছিলেন; তাঁর মর্যাদা সকলের নিকট স্বীকৃত।"

✨ **উপসংহার:**

আল্লামা যামাখশারী (রহ.) ছিলেন এমন একজন স্কলার, যিনি ভাষা, তাফসির ও যুক্তিবিজ্ঞানে যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন। যদিও মতবাদের দিক থেকে তিনি বিতর্কিত ছিলেন, কিন্তু তার জ্ঞান ও সাহিত্যিক বিশ্লেষণ আজও ইসলামী জ্ঞানচর্চায় উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করছে।

# ▪ আল-কাশশাফ তাফসির গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, রচয়িতার মানহাজ (ব্যাখ্যা-পদ্ধতি), এবং তাফসির শাস্ত্রে এর অবস্থান

## 📘 তাফসীর আল-কাশশাফ: একটি পরিচিতি

**নাম:**

📖 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

**রচয়িতা:**

🖋️ আল্লামা আবু আল-কাসেম মাহমুদ ইবনে উমর আল-যামাখশারী (রহ.) (৪৬৭ হিজরি – ৫৩৮ হিজরি)

## 🌟 তাফসীর আল-কাশশাফ-এর বৈশিষ্ট্য (الخصائص)

### 1. ভাষাগত ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ

কাশশাফ আরবি ভাষা, নাহ্‌ও (ব্যাকরণ) ও সরফ (রূপবিদ্যা)-এর গভীর বিশ্লেষণভিত্তিক একটি তাফসীর। এটি কুরআনের বাক্যগঠন, ক্রিয়া-রূপ, শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিশ্লেষণে অতুলনীয়।

### 2. বালাগাত ও অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যবহার

যামাখশারী ছিলেন একজন প্রখ্যাত বালাগী (অলঙ্কার বিশারদ)। তিনি কুরআনের hetorical beauty (বাক্‌-শৈলী, উপমা, রূপক, ইত্যাদি) চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

### 3. আদর্শ আরবি সাহিত্যের দৃষ্টান্ত

কাশশাফকে “উচ্চমানের আরবি গদ্যের নিদর্শন” বলা হয়। বহু ভাষাবিদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে ভাষার সৌন্দর্য তুলে ধরেন।

### 4. যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা

- যামাখশারী মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারী, তাই তাঁর তাফসিরে যুক্তি ও বুদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেখা যায়।
- আল্লাহর গুণাবলি, ক্বদর (নিয়তি), ও মানুষের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তির সাথে ব্যাখ্যা করেছেন।

### 5. আলোচনার বিস্তৃতি

- আয়াতের বিভিন্ন পাঠভেদ (قراءات), প্রাসঙ্গিক ঘটনা, এবং শব্দার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনায় গেছেন।

## 🧭 মানহাজ (منهج الزمخشري في التفسير)

- তাফসিরের পদ্ধতি:

1. লুগাওয়ী বিশ্লেষণ (ভাষাগত বিশ্লেষণ)
   - শব্দের মূল, রূপ, ব্যবহার ও প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা।
2. নাহ্‌বী বিশ্লেষণ (ব্যাকরণ বিশ্লেষণ)
   - আরবি বাক্য গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ।
3. বালাগী ব্যাখ্যা (অলংকার ব্যবহার)
   - উপমা, রূপক, প্রতিবিম্ব, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি অলংকারিক উপাদান তুলে ধরা।
4. যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা (منهج العقل)
   - আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করতে যুক্তিসম্মত পন্থা অবলম্বন করেন, যা মু'তাযিলা চিন্তাধারার প্রতিফলন।
5. তাফসিরে হাদীসের ব্যবহার সীমিত
   - সুন্নি মুফাসসিরদের তুলনায় তিনি হাদীস ব্যবহার কম করেছেন।

## 🏛️ তাফসীর শাস্ত্রে কাশশাফ-এর অবস্থান ও প্রভাব

### 🔹 সাহিত্যিক উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব

· কাশশাফ আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিশ্লেষণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি আরবি ভাষা শেখা ও সাহিত্য চর্চার জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত।

### 🔹 পরবর্তী মুফাসসিরদের উপর প্রভাব

· ইমাম বায়যাবী, ইমাম নাসাফী, আল্লামা আলূসী, এমনকি ইমাম রাযী পর্যন্ত তাঁর ভাষাগত বিশ্লেষণ থেকে উপকৃত হয়েছেন।

### 🔹 সুন্নি-মু'তাযিলা মিশ্র প্রতিক্রিয়া

· কিছু সুন্নি মুফাসসির কাশশাফের মু'তাযিলা মতবাদসমূহের সমালোচনা করেছেন, যেমন ইমাম সুয়ূতী।

· তবে তাঁরা কাশশাফ-এর ভাষাগত দিক, অলংকার এবং ব্যাকরণিক বিশ্লেষণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

### 📌 উল্লেখযোগ্য মন্তব্য (আরবি ইবারত)

قال السيوطي : **"ما أُلّف في التفسير مثله، لو لا ما فيه من الاعتزال".**

“এমন তাফসির আর রচিত হয়নি, যদি না এতে মু'তাযিলাদের চিন্তা থাকতো।”

وقال الذهبي: **"الكشاف إمام في البلاغة، فيه دقائق لا توجد في غيره، ولكن ينبغي أن يُحترز من الاعتزال فيه".**

✅ **উপসংহার:** আল-কাশশাফ শুধুমাত্র একটি তাফসীর গ্রন্থ নয়, বরং এটি আরবি ভাষা, সাহিত্য এবং কুরআনের অলংকারময় ব্যাখ্যার এক অনন্য রত্নভাণ্ডার। যদিও এর মধ্যে মতবাদগত বিতর্ক রয়েছে, তবে ইসলামী জ্ঞান ও তাফসির শাস্ত্রে এর উচ্চ অবস্থান অস্বীকার করার উপায় নেই।

## حياة العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (رحمه الله) باللغة العربية وبأسلوب مفصّل

📜 السيرة الذاتية للزمخشري (رحمه الله)

📌 الاسم الكامل والنسب:

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، المعروف بلقبه جار الله الزمخشري.

🗓️ مولده ونشأته:

- وُلد الزمخشري في سنة ٤٦٧هـ/ ١٠٧٥م، في بلدة زمخشر التابعة لمنطقة خوارزم (في أوزبكستان الحالية).
- نشأ في بيئة علمية، فأقبل على طلب العلم منذ صغره، وكان يتميز بذكاء خارق واهتمام بالغ باللغة والأدب والفقه والتفسير.

📚 طلبه للعلم:

- رحل إلى خراسان والعراق ومكة المكرمة طلبًا للعلم.
- أخذ عن كبار العلماء، وتخصص في اللغة العربية والنحو والبلاغة، وكان له باعٌ طويل في علم التفسير.
- مكث مدة طويلة في مكة، فلقب بـ جار الله (أي جار بيت الله الحرام).

🕌 مذهبه العقدي:

- كان الزمخشري من علماء المعتزلة، وقد تبنّى آراءهم الكلامية، مثل: نفي الصفات الخبرية، والقول بخلق أفعال العباد، وتقديم العقل على النقل عند التعارض.
- ومع ذلك، كان محل احترام وتقدير عند كثير من علماء السنة بسبب علمه الغزير ودقته في اللغة والتفسير.

📖 أشهر مؤلفاته:

📘 تفسير الكشاف:

- عنوانه الكامل: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل."
- وهو من أشهر التفاسير البلاغية واللغوية، ويمتاز بدقة استنباطاته، وتحليلاته النحوية، وبيانه لجماليات القرآن الكريم.
- قال فيه الإمام السيوطي: "ما أُلّف في التفسير مثله، لو لا ما فيه من الاعتزال".

📙 المفصل في النحو:

- من أعظم كتب النحو، وله شهرة كبيرة، ودرسه كثير من علماء النحو بعده.

📗 أساس البلاغة:

- معجم لغوي بلاغي، يربط بين الكلمات واستخداماتها البلاغية في سياقات القرآن والشعر.

🦽 إصابته الجسدية:

- أصيب الزمخشري في قدمه أثناء رحلة، مما أدى إلى بتر ساقه، فكان يستخدم ساقًا خشبية. وكان يفتخر بذلك، ويقول:

"لقد طُلبتُ للعلم حتى قطعتُ رجلي فيه".

🧠 مكانته العلمية:

- قال فيه الإمام الذهبي:

الإمام العلامة، بحر العلوم، صاحب الكشاف، كان آية في النحو واللغة، مجمع على فضله".

- وقال ابن خلكان:

"كان من أئمة اللغة والأدب، وأفصح من نطق بالضاد، وكان إذا تكلّم كأنّه القرآن ينطق".

🕯️ وفاته:

- تُوفي رحمه الله في سنة ٥٣٨هـ/ ١١٤٤م في خوارزم، ودفن في بلدته زمخشر.

🌟 أثره في العلوم الإسلامية:

- لا تزال كتبه تُدرّس إلى يومنا هذا في الجامعات والمعاهد.
- وقد أثرى المكتبة الإسلامية في التفسير، واللغة، والنحو، والبلاغة.

✅ خلاصة:

الزمخشري كان إمامًا في اللغة والتفسير، وعبقريًا في البلاغة والنحو، رغم انتمائه العقدي المعتزلي، ترك أثرًا علميًا خالدًا في المكتبة الإسلامية.

خصائص تفسير الكشاف، ومنهج الزمخشري فيه، ومكانته في علم التفسير:

📘 تفسير الكشاف: الخصائص، المنهج، والمكانة

أولاً: 📚 التعريف بالتفسير

اسم الكتاب كاملاً:

📖 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

المؤلف:

✍️ الإمام العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت. ٥٣٨هـ)

🌟 أولًا: خصائص تفسير الكشاف

1. الاهتمام البالغ باللغة والنحو

يتميّز التفسير بتحليل دقيق للغة القرآن من حيث النحو، والصرف، والإعراب، والتركيب.

2. البلاغة والإعجاز البياني

يركّز الزمخشري على الجوانب البلاغية في القرآن الكريم، مثل: الاستعارة، الكناية، الطباق، المقابلة، الحذف، الإيجاز، وغيرها.

3. التحليل العقلي والجدلي

بسبب انتمائه لمذهب المعتزلة، يعتمد على العقل والمنطق في تفسير النصوص، ويؤوّل الصفات الخبرية.

4. قلة الاعتماد على الروايات التفسيرية

قلّما ينقل الزمخشري الأحاديث أو أقوال الصحابة والتابعين، ويركّز أكثر على اللغة والبلاغة.

5. أسلوبه الأدبي الرفيع

أسلوب الكتاب من أرقى ما كُتب في العربية نثرًا، ويُعد مرجعًا لغويًا وأدبيًا.

🧭 ثانيًا: منهج الزمخشري في التفسير

✅ الجوانب الأساسية لمنهجه:

1. المنهج اللغوي والنحوي

يبدأ بتفصيل إعراب الآيات، وبيان دلالات الكلمات، وتحليل التركيب.

2. المنهج البلاغي

يشرح أوجه البلاغة، ويُبرز أسرار التعبير القرآني، ويعتمد على علم البيان والبديع والمعاني.

3. المنهج الاعتزالي

- يتبنّى مذهب المعتزلة في تأويل الصفات.
- يرى خلق القرآن.
- يقدّم العقل على النقل في مسائل العقيدة.

4. عدم الإكثار من الإسرائيليات أو الأحاديث الضعيفة

يُركّز على المعنى الإجمالي والدلالي دون التوسّع في الروايات.

5. الاهتمام بالقراءات القرآنية

يذكر أوجه القراءات المختلفة وتأثيرها على المعنى اللغوي والبلاغي.

🏛️ ثالثًا: مكانة الكشاف في علم التفسير

🔹 مكانته عند العلماء:

- قال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان:

"ما رأيت في علم التفسير مثل الكشاف، لولا ما شانه من الاعتزال".

- وقال الذهبي:

"الكشاف إمام في البلاغة، فيه دقائق لا توجد في غيره، ولكن ينبغي أن يُحترز من الاعتزال فيه".

🔹 أثره في المفسّرين من بعده:

- اعتمد عليه البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل.
- واستفاد منه الرازي في التفسير الكبير.
- واستشهد به الألوسي في روح المعاني.
- حتى ابن كثير نقل منه أحيانًا مع التنبيه على مخالفاته.

📝 خلاصة

الكشاف ليس مجرد تفسير لغوي أو بلاغي، بل هو موسوعة متكاملة تمزج بين اللغة والنحو والبلاغة والعقل، وقد أثّر تأثيرًا بالغًا في من جاء بعده من المفسّرين، رغم ما فيه من توجّه اعتزالي، فإن قيمته العلمية والأدبية باقية إلى اليوم.

**সমাপ্ত**